বিশ্ব প্রেরণ রবিবার

২৩ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ❖ ২৩ - ২৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

‘তোমরাই আমার সাক্ষী হবে’

- শিষ্যচরিত ১:৮

বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের বাহক ‘ধর্মপল্লী’

মণ্ডলীতে ‘প্রচারক’ বা ‘মিশনারী’ দিবস পালন করা

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্টেনিস্‌লাস্‌ সুশীল রড্রিক্স
জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করাণ, নাগরী মিশন।

এসেছি সবাই অতিথি হয়ে,
পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে,
চলে যেতে হবে শূন্য হাতে,
রয়ে যাবে সব এ ধরাতে।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চিরবিদায়ের তিন বছর। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। আমরা ভালোবাসাভরে তোমাকে স্মরণ করি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালোবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ কর।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়-
শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডাক্তার ফ্লোরেন্স নিরুপমা পান্ডে
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিক্স
ও
রেমন্ড স্টানিস রড্রিক্স
কন্যা : ঝুমকী রিটা রড্রিক্স
করাণ, নাগরী মিশন

বিজ্ঞ/৩০৭/২২

Francis Palma
Death: 23 October 2020
Kamlapur
Dharenda Parish
Savar

Phillipians 4:6-8

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.

And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable — if anything is excellent or praiseworthy — think about such things.

Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me — put it into practice. And the God of peace will be with you.

In loving memory of **Francis Palma my late Father,** may he rest peacefully and look upon us and bless our lives in this short time we have on earth. Its been a year since you have left us in the physical form, but I know your spirit is amongst us.

I want to celebrate your life, cherish and treasure the fond memories we had. You will always be remembered for the joy, laughter and happiness to all who met you: you will be sorely missed.

Thank you for being there when it counted and teaching me the values so that I may be able to move forward and continue your legacy.

Peace and love,
Son: George Henry Palma
London

বিজ্ঞ/৩০৮/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৯
২৩ - ২৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
০৭ - ১৩ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সাক্ষ্যদান

মাণ্ডলিক ঐতিহ্য অনুসারে অক্টোবর মাস হলো মণ্ডলীর প্রেরণ মাস। আর এ মাসেই পালিত হয় বিশ্ব প্রেরণ রবিবার। খ্রিস্টমণ্ডলী বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে মিশনারী কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব তুলে ধরে। বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতি বছর পালিত হয় অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবারে। এ বছর তা পালিত হবে ২৩ অক্টোবরে। এই দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সকল বিশ্বাসীবর্গকে যারা তাদের জীবন সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রেরণা দান করছেন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে। বিশেষভাবে স্মরণ করি সেই সব মিশনারী ভাইবোনদের, যারা মঙ্গলবাণী প্রচারার্থে তাদের আপন দেশভূমি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবাণী; যে ঐশ আশীর্বাদের জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ তৃষিত, তা যেন অতি তাড়াতাড়ি ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি দেশ ও শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্যই মিশনারীদের এই অবিরাম যাত্রা। আর আমাদেরকে এই যাত্রাতে অংশ নেবার একটি তাগিদ দিয়েই বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এ দিবসটি পালনের যথার্থতা অনেক বেশি। কেননা বাংলাদেশ একটি মিশন দেশ।

এ বছরের প্রেরণ রবিবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো - 'তোমরাই আমার সাক্ষী হবে'। মঙ্গলবাণীর সাক্ষী হওয়া সকলের জন্যই আহ্বান। আমরা দেখি যিশু নিজে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত আবার তার শিষ্যেরাও উত্তরাধিকাররূপে তাঁর প্রেরণ কাজ চালিয়ে নেবার জন্য প্রেরিত। যিশুতে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি নিজ নিজ জীবন বাস্তবতায় প্রেরিত রূপে চিহ্নিত. দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আহূত। প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি খ্রিস্টমণ্ডলীতে ও মণ্ডলীর অনুমোদনেই প্রেরণ কাজ করতে পারে। প্রেরণকাজ করতে হয় মণ্ডলীর মিলন সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে।

মঙ্গল কাজ ও মঙ্গলবাণী প্রচার-প্রসারের কাজ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের জন্য নয়। তা সবার জন্য উন্মুক্ত। দীক্ষার গুণে বিনা মূল্যে বিশ্বাসের যে দান লাভ করা হয়েছে তা সবার সাথে সহভাগিতা করা কতো না মঙ্গলময় । মণ্ডলীর ভক্ত হিসেবে আমরা সকলে দীক্ষিত আর তাই সকলেই প্রেরিত। আমরা প্রেরিত খ্রিস্ট মণ্ডলীর মধ্যদিয়ে সমগ্র মানবজাতির কাছে খিস্টের ভালবাসার বাণী ও মঙ্গলময় কাজের কথা তুলে ধরতে । বিশেষভাবে যারা খ্রিস্টের ভালবাসার বাণী ও সেবার ছোঁয়া এখনো পাননি তাদের কাছে তা পৌঁছে দিতে। প্রেরণকাজে ধর্মপল্লীর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা আরো বেশি জোরদারকরণ প্রয়োজন। ঐতিহ্যগত কাজগুলো করার মাঝেই প্রেরণকাজকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা দিতে হবে। আমাদের দেশে প্রেরণকর্মের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, গতিশীল ও প্রয়োগিক চিন্তা এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন অনেক বেশি। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে একসময়ে মঙ্গলবার্তার সাক্ষ্যদান ও খ্রিস্টীয় গঠনদানে অনন্য ভূমিকা পালন করছিলেন ক্যাটেখিস্ট ও ধর্মশিক্ষকগণ। প্রকৃতপক্ষে এখনো গ্রামে-গঞ্জে বাণীপ্রচারে ও খ্রিস্টীয় জীবন সাক্ষ্যদানে তাদের বিকল্প নেই। সঙ্গতকারণে তাদের যত্ন ও গঠনদান অতীব জরুরী। ক্যাটেখিস্ট ও ধর্মশিক্ষকগণ তাদের জীবন ও পরিবার পরিচালনার জন্য নিশ্চয়তা পেলে বাণীপ্রচারের কাজে আরো বেশি গতিশীলতা আনতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

আজ প্রেরণকর্মে বড় বেশি প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ততা। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিশেষভাবে যুবদের মাঝে প্রেরণকাজ বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা আসুক। বর্তমান সময়ে যিশুর মঙ্গলবাণীকে যথার্থভাবে মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিত করেও আমরা আমাদের প্রেরণের দায়ভার কিছুটা কমাতে পারি। আমাদের যুবসমাজ যারা বর্তমান মিডিয়া প্রযুক্তিতে দারুণভাবে দক্ষ তারা তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করে সক্ষম অনলাইন বাণীপ্রচারক হয়ে ওঠবে সে প্রত্যাশা করি।

শত শত মিশনারীদের জীবন নিবেদন ও মিশনকাজে নিয়োজিত হাজার হাজার উদার মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানেই আমরা ধীরে ধীরে বিশ্বাসের জীবনে এগিয়ে চলছি ও পরিপক্কতার দিকে ধাবিত হচ্ছি। মিশনকাজে অংশ নেবার সময় বাংলাদেশ মণ্ডলীর এসে গেছে। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে আশানুরূপ লোকবল থাকায় বাংলাদেশ মণ্ডলী সার্বিকভাবে চিন্তা করতে পারে মিশনারী কাজে তাদের সন্তানদের প্রেরণ করতে। সংঘভুক্ত হয়ে কেউ কেউ মিশনকাজে যাচ্ছেন তা আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীর আনন্দের বিষয়। তবে এ কাজে আরো উদারতার প্রয়োজন আছে। মঙ্গলবাণীর বাস্তবায়নের এই কঠিন কাজে মা মারীয়া আমাদের সকলকে উদ্যমদান করুন। বিশ্ব প্রেরণ বরিবারে সকল প্রেরণকর্মী, মিশনারী এবং মঙ্গলবাণী বাস্তবায়নে নিবেদিত সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা নিবেদন করছি। মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্যদানে সকল দীক্ষিত ব্যক্তি উদ্যমী হয়ে ওঠুক। †

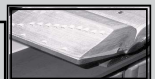

আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই লোকটিই ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে বাড়ি ফিরে গেল- প্রথম লোকটি নয়। কারণ যে নিজেকে বড় করে, তাকে ছোটই করা হবে; আর যে নিজেকে ছোট করে, তাকে করা হবে বড়! *(লুক ১৮:১৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

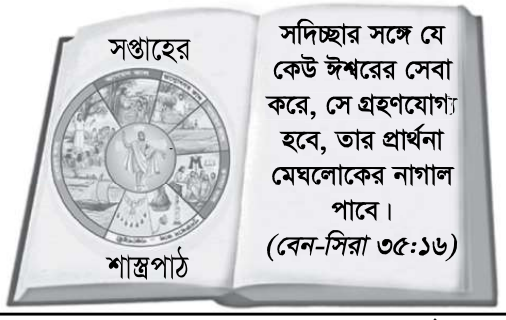

সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে, তার প্রার্থনা মেঘলোকের নাগাল পাবে।
(বেন-সিরা ৩৫:১৬)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ - ২৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৩ অক্টোবর, রবিবার

বেনসিরাক ৩৫: ১২-১৪, ১৬-১৮, সাম ৩৪: ১-২, ১৬-১৮, ২২, ২ তিম ৪: ৬-৮,১৬-১৮, লুক ১৮: ৯-১৪

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার - দান সংগ্রহ

২৪ অক্টোবর, সোমবার

এফে ৪: ৩২--৫: ৮, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৩: ১০-১৭

২৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার

এফে ৫: ২১-৩৩, সাম ১২৮: ১-৫, লুক ১৩: ১৮-২১

২৬ অক্টোবর, বুধবার

এফে ৬: ১-৯, সাম ১৪৫: ১০-১৪, লুক ১৩: ২২-৩০

২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

এফে ৬: ১০-২০, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, লুক১৩: ৩১-৩৫

২৮ অক্টোবর, শুক্রবার

সাধু সিমোন ও সাধু যুদা, প্রেরিতদূতগণ

এফে ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ১-৪খ, লুক ৬: ১২-১৯

২৯ অক্টোবর, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

ফিলি ১: ১৮-২৬, সাম ৪২: ১-২, ৪, লুক ১৪: ১, ৭-১১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ অক্টোবর, রবিবার

+ ১৯৬৫ সিস্টার মেরী আলাকুক আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৪ অক্টোবর, সোমবার

+ ১৯৩৪ ফাদার জুসেপ্পে আর্মানস্কো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জিন মরিন সিএসসি

২৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার

+ ১৯৫৬ সিস্টার বের্তিল্লা পেল্লেগাত্তা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ সিস্টার মেরী কার্মেল এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৩৩ সিস্টার এম প্যাসিয়েন্সিয়া লুড্ভিগ সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার রোজা সজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী আলমা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৭ অক্টোবর, শনিবার

+ ১৯৭৯ ফাদার যোসেফ এম রিক্ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার ইম্মাকুলেটা মিত্র এসসি (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

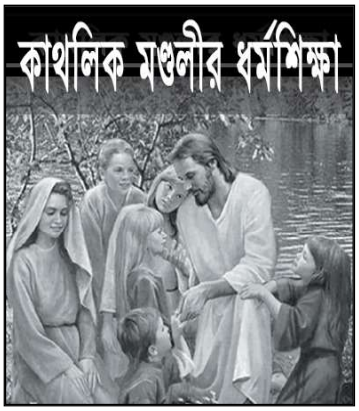

১৪৩৪: একজন খ্রীষ্টানের অভ্যন্তরীণ অনুতাপ অকেভাবে ও বিবিধরূপে প্রকাশ পেতে পারে। পবিত্র শাস্ত্র ও পিতৃগণ সর্বোপরি তিন ধরনের উপর জোর দেন, উপবাস, প্রার্থনা ও ভিক্ষাদান যা নিজের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যক্তির মনপরিবর্তন প্রকাশ করে। পরিশোধনের সঙ্গে পিতৃগণ পাপের ক্ষমা লাভের উপায়স্বরূপ উল্লেখ করেন দীক্ষাস্নান অথবা শহীদ মৃত্যুবরণ দ্বারা সাধিত আমূল পরিশোধন: প্রতিবেশীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা, অনুতাপের অশ্রুজল, প্রতিবেশীর পরিত্রাণের জন্য ভাবনা, সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতা এবং ভালবাসার অনুশীলন "কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।"

১৪৩৫: প্রাত্যহিক জীবনে মনপরিবর্তন সাধিত হয় পুনর্মিলনের নিদর্শন, দরিদ্রদের জন্য ভাবনা, ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের অনুশীলন ও রক্ষণ, ভ্রাতৃপ্রেমে অন্যের দোষত্রুটি সংশোধন, জীবন পর্যালোচনা, বিবেকের পরীক্ষা, আধ্যাত্মিক পরামর্শ, দুঃখ-কষ্ট স্বীকার, এবং ধার্মিকতার কারণে নির্যাতন সহ্য করার মাধ্যমে। প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে যীশুর অনুসরণ করাই হল অনুতাপের নিশ্চিততম উপায়।

১৪৩৬ : খ্রীষ্টপ্রসাদ ও অনুতাপ: প্রাত্যহিক মনপরিবর্তন ও অনুতাপ, উৎস ও পরিপুষ্টি খুঁজে পায় খ্রীষ্টপ্রসাদে, কারণ এর মধ্যেই খ্রীষ্টের আত্মবালিদান বাস্তবায়িত, যা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছে। যারা খ্রীষ্টের জীবনে জীবনযাপন করে খ্রীষ্টপ্রসাদ তাদের ক্ষুধা নিবারণ এবং শক্তি সঞ্চার করে। "প্রতিদিনের দোষগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার এবং মারাত্মক পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার এই হল একটি প্রতিকার"।

১৪৩৭ : পবিত্র শাস্ত্রপাঠ, প্রাহরিক প্রার্থনা এবং 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' প্রার্থনাটি করা- প্রতিটি আন্তরিক উপাসনা বা ভক্তি অনুষ্ঠান ক্রিয়া আমাদের মধ্যে মনপরিবর্তন ও অনুতাপের চেতনা জাগ্রত করে এবং আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে সাহায্য করে।

১৪৩৮ : পূজন-বর্ষের প্রায়শ্চিত্তের কাল ও দিবসসমূহ (তপস্যাকাল, প্রভুর মৃত্যুস্মরণে প্রতি শুক্রবার) খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রায়শ্চিত্ত অনুশীলনের জন্য গভীর মুহূর্ত। এ সময়গুলো আধ্যাত্মিক অনুশীলন, অনুতাপসূচক উপাসনা-অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্তের চিহ্নসরূপ তীর্থযাত্রা, স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগ, যেমন উপবাস ও ভিক্ষাদান, ভ্রাতৃত্বসুলভ সহভাগিতা (দয়ার কাজ ও মিশনকর্ম) প্রভৃতির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

১৪৩৯ : মনপরিবর্তন ও অনুতাপের প্রক্রিয়া যীশু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে অপব্যয়ী পুত্রের উপমায়, যার কেন্দ্রস্থলে আছেন দয়ালু পিতা: মায়াময় স্বাধীনতার মোহ; পিতার গৃহ পরিত্যাগ; তার সহায়সম্বল অপব্যয় করার পর পুত্রের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, শূকর চরানোর কাজে তার গভীর অবমাননাকর অবস্থা, তার চেয়েও করুণ, শূকরের উচ্ছিষ্ট ভুসি খেতে চাওয়া; হারানো সবকিছুর ওপর তার চিন্তা; তার অনুশোচনা ও সিদ্ধান্ত যে, পিতার কাছে নিজেকে অপরাধী বলে সে স্বীকার করবে; প্রত্যাবর্তনের যাত্রা; পিতার উদার অভ্যর্থনা; পিতার আনন্দ- এসবই হল মনপরিবর্তন-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। সুন্দর পোশাক, অঙ্গুরীয় ও ভোজ-উৎসব হল নবজীবনের নিদর্শনসমূহ: বিশুদ্ধ যথাযোগ্য ও আনন্দময় জীবনের নিদর্শন - যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁর পরিবার, অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর কোলে ফিরে আসে। মাত্র খ্রীষ্টের হৃদয়, যা পরমপিতার ভালবাসার গভীরতা সম্পর্কে অবহিত - সেই হৃদয়ই এত সহজ ও সুন্দরভাবে তাঁর ভালবাসার অতল গভীরতা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২২ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

"তোমরাই আমার সাক্ষী হবে" *(শিষ্যচরিত ১:৮)*

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা,

স্বর্গারোহনের পূর্বে পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা আমরা শিষ্যচরিত গ্রন্থের বর্ণনা হতে শিখতে পারি, "পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর নেমে এলে তোমরা কিন্তু শক্তিলাভ করবে। তখন জেরুশালেমে, সমগ্র যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে" *(শিষ্যচরিত ১:৮)*। পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর এই বাণীগুলোই ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের মূলভাব হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ এই বাণীগুলো সব সময় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকৃতিগতভাবেই মিশনারী। এ বছরের বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদযাপন আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণ কাজ সম্পর্কে কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য: যেমন- পোপীয় মঙ্গলবাণী ঘোষণা সংক্রান্ত সংঘের চারশত বর্ষ পূর্তি, বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার দুইশত বর্ষ পূর্তি। পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা এবং প্রেরিত শিষ্য সাধু পিতরের সংস্থার সাথে একত্রে আজ থেকে একশত বছর আগে "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা" পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

"তোমরা আমার সাক্ষী হবে", "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত" এবং "তোমরা পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করবে" – আসুন আমরা এই তিনটি বাক্য নিয়ে একটু চিন্তা করি, ধ্যান করি, যা প্রত্যেক খ্রিস্ট অনুসারীর জীবন ও প্রেরণ কাজের ভিত্তিকে সুসমন্বয় করে।

১। "তোমরা আমার সাক্ষী হবে" – সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীর আহ্বান হচ্ছে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করা। প্রেরিত শিষ্যদের প্রতি যিশুর শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি ছিল সারা জগতের জন্য তারা প্রেরিত। প্রেরিত শিষ্যরা যীশুর বিষয়ে সাক্ষী দিবে, পবিত্র আত্মা যার অনুগ্রহ তারা লাভ করবে, তাঁর জন্য তারা তাঁকে ধন্যবাদ দিবে। তারা পৃথিবীর যেখানেই যাবে, সেখানেই যীশুর সাক্ষী হবে। খ্রিস্ট ছিলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন প্রেরণকর্মী হিসেবে পিতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন *(দ্র. যোহন ২০:২১)*। আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন পিতার 'বিশ্বস্ত সাক্ষী' *(প্রত্যাদেশ ১:৫)*। প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী একইভাবে আহ্বান পেয়েছে একজন আদর্শ প্রেরণকর্মী ও যীশুর সাক্ষী হওয়ার জন্য। বিশ্বাসীদের মিলন সমাজ হিসেবে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করে মঙ্গলসমাচারকে সারা জগতের কাছে নিয়ে যাওয়া ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীর আর কোন প্রেরণ কাজ হতেই পারে না। খ্রিস্টমণ্ডলীর আসল পরিচয় তাঁর মঙ্গলবাণী ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

"তোমরা আমার সাক্ষী হবে" – এই বাক্যটি গভীরভাবে চিন্তা করলে খ্রিস্টের প্রেরণ কাজ, যা তিনি তাঁর শিষ্যদের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন তার কয়েকটি দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেরণ কাজের আহ্বান মূলত সমাজবদ্ধ ও মাণ্ডলীক প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি খ্রিস্টমণ্ডলীতে এবং মণ্ডলীর অনুমোদনেই প্রেরণ কাজ করতে আহূত: ফলে প্রেরণ কাজ হয়ে ওঠে সবার মিলিত দলগত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত নয়। প্রেরণ কাজ করতে হয় মণ্ডলীর মিলন সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, কারো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা হওয়া উচিত নয়। এমনকি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি একজনকেই মঙ্গলবাণী ঘোষণার প্রেরণ কাজে নামতে হয়, তাকে অবশ্যই সব সময় একটা নির্দিষ্ট স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তা করতে হবে, যে মণ্ডলী তাকে মঙ্গলবাণী ঘোষণার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পৌল তাঁর প্রৈরিতিক প্রেরণা পত্র "খ্রিস্টাদর্শ প্রচার বা Evangeli Nuntiandi"- তে যেমন বলেছেন, "খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার কারো ব্যক্তিগত বা বিচ্ছিন্ন কাজ নয়। এই কাজটি গভীরভাবে সমগ্র মণ্ডলীর কাজ। নিতান্তই সাধারণ কোন প্রচারক, ধর্মশিক্ষক অথবা ধর্মযাজক যখন অতি দূরদেশে মঙ্গলবাণী প্রচার করেন, তাঁর ছোট ভক্তসমাজকে একত্রিত করেন বা কোন পুণ্যসংস্কার অনুষ্ঠান করেন, তখন একা হলেও তিনি সমগ্র মণ্ডলীর প্রচার কাজের সঙ্গে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনেই আবদ্ধ নয়, ঐশ কৃপাজনিত সুগভীর অদৃশ্য বন্ধনেও যুক্ত। সুতরাং আগে থেকে ধরে নিতে হয় যে তিনি কোন ব্যক্তিগত প্রেরণাবশে বা কোন স্বনির্দিষ্ট কর্তব্যবোধে কাজ করেছেন, তা নয়, বরং খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রচার কাজের কর্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, তার নামেই তিনি সেই কাজ করেছেন *(নং ৬০)*। সত্যিই তো প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ কাজে পাঠিয়েছিলেন দু'জন দু'জন করে। খ্রিস্টভক্তদের মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও সাক্ষ্যদান প্রকৃতিগতভাবেই সংঘবদ্ধ। এজন্য মিলন সমাজের উপস্থিতি প্রেরণ কাজের জন্য মৌলিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ।

"আমরা সর্বদা নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যুযন্ত্রণা বহন করে চলি, যাতে যীশুর জীবনও আমাদের এই দেহের মধ্যে প্রকাশিত হয়" *(২য় করিন্থীয় ৪:১০)* – সাধু পৌলের এই কথাগুলোর মধ্যদিয়ে বুঝা যায় যে, খ্রিস্টভক্তদের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রচার কাজের মধ্যে একটা মিল থাকতে হবে। প্রেরণ কাজের যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত, তাদের প্রতিদিনের জীবনাচরণের মাধ্যমে তার সাক্ষ্য দিতে হবে। প্রেরণ কাজের অপরিহার্য অংশ হলো খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার করা, তাঁর জীবন, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য বহন করা – যা স্বর্গীয় পিতা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসার মূর্ত প্রকাশ। খ্রিস্ট, অবশ্যই একমাত্র খ্রিস্ট, যিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আমরা তাঁরই সাক্ষ্য বহন করি, তাঁর নবজীবন আমরা সবার সঙ্গে সহভাগিতা করি। যারা খ্রিস্টেতে প্রেরিত, তারা নিজেদেরকে প্রচার করে না, নিজস্ব গুণাবলী বা কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করে না কিন্তু তাদের কথা ও কাজ দ্বারা আনন্দ ও সাহসের সঙ্গে তারা আদিমণ্ডলীর শিষ্যদের মতোই মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে খ্রিস্টকে সর্বোচ্চ সম্মানিত ভাবে উপস্থাপন করে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, সত্যিকার খ্রিস্টসাক্ষী হচ্ছেন একজন সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদ যিনি খ্রিস্টের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। "মঙ্গলবার্তা ঘোষণার প্রাথমিক কারণ হলো যীশুর ভালবাসা যা আমরা নিজেরা পেয়েছি, পরিত্রাণের সেই অভিজ্ঞতা যা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আরো বেশি করে তাঁকে ভালবাসতে" *(মঙ্গলবার্তার আনন্দ নং ২৬৪)*।

অবশেষে পোপ ৬ষ্ঠ পৌলের শিক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে খ্রিস্টাদর্শ প্রচার সম্পর্কে বলতে হয় যে, "আধুনিক যুগের মানুষ শিক্ষকের তাত্ত্বিক ব্যাখা অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহে ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোনে। যদি বা সে শিক্ষকের কথায় কান দেয়, সে শুধু তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যই" *(খ্রিস্টাদর্শ প্রচার নং ৪১)*। বিশ্বাস বিস্তারের জন্য তাই প্রয়োজন খাঁটি খ্রিস্টীয় জীবনের সাক্ষ্যদান। এর সাথে দরকার খ্রিস্টের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার করা। পোপ ৬ষ্ঠ পৌল বলেছেন, "বাণীপ্রচার – বাণীর মৌলিক ঘোষণা – অবশ্যই সর্বদা অপরিহার্য। .... শব্দ বা বাণীর কার্যকারিতা থেকেই যায়। বিশেষ করে শব্দ যখন ঐশ শক্তির বাহক হয়। "শ্রবণ থেকেই আসে বিশ্বাস" *(দ্র: রোমীয় ১০:১৭)* – সাধু পৌলের এই উক্তি তার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে চলেছে: কানে শোনা পরম শব্দই মানুষকে বিশ্বাস গ্রহণের পথে নিয়ে যায়" *(খ্রিস্টাদর্শ প্রচার নং ৪২)*।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলবাণী ঘোষণায় খ্রিস্টাদর্শ ও বাণীপ্রচার অবিচ্ছেদ্য বিষয়, তারা একে অন্যের সেবায় নিয়োজিত। প্রেরণ কর্মী হওয়ার জন্য এ দু'টো হচ্ছে দু'টো ফুসফুসের মতো,যাদের দ্বারা বিশ্বাসী ভক্তসমাজ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। এরূপ পরিপূর্ণ, অবিরত এবং আনন্দময় খ্রিস্টাদর্শ

প্রচারই এই তৃতীয় সহস্রাব্দে মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধির একটি আকর্ষণীয় শক্তি হয়ে উঠবে। আদিমণ্ডলীর মতো সেই সাহস, উন্মুক্ততা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে আরেকবার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কথা ও কাজের মাধ্যমে খ্রিস্টের জীবন সাক্ষ্য বহন করার জন্য আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।

২। **"পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত"–** সর্বজনীন মঙ্গল বাণী ঘোষণায় প্রেরণ কর্মের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা। তাঁর নামের সাক্ষী হওয়ার জন্য কোথায় যেতে হবে তা নির্দেশ দিয়ে পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "জেরুশালেমে, সমগ্র যুদেয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে" *(শিষ্যচরিত ১:৮)*। এখানে আমরা দেখতে পাই শিষ্যদের প্রেরণ কর্মের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। এখানে আরো দেখা যায় প্রেরণকর্মের কেন্দ্র বহির্মূখী ভৌগলিক সম্প্রসারণ – যা জেরুশালেম থেকে শুরু হয়ে যুদেয়া, সামারিয়া এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। শিষ্যদের প্রেরণ করা হয়েছিল মঙ্গলবাণী প্রচার করার জন্য কিন্তু ধর্মান্তকরণ করার জন্য নয়। শিষ্যচরিত গ্রন্থ আমাদেরকে বর্ণনা করে কিভাবে শিষ্যদের প্রেরণ কাজ খুব দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করে। জেরুশালেমে নির্যাতনের ফলে তাদের প্রেরণ কাজ সমগ্র যুদেয়া এবং সামারিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল *(দ্র: শিষ্যচরিত ৮: ১-৪)*।

আমাদের বর্তমান সময়েও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ধর্মীয় নির্যাতন, যুদ্ধ বা সহিংসতার কারণে অনেক খ্রিস্টভক্তরা জোরপূর্বক তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। আমরা এইসব ভাইবোনদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা তাদের দুঃখ-যাতনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যে সব দেশে তারা আশ্রিত হয়েছে, সে সব দেশে তারা খ্রিস্ট ও ঈশ্বরের ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করছে। তাইতো সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পৌল তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, "আমি বিশেষ করে ভাবছি আশ্রয়দাতা দেশের প্রতি অভিবাসী ভাইবোনদের দায়িত্বের কথা" *(খ্রিস্টদর্শ প্রচার নং ২১)*। আমরা অনেক বেশি লক্ষ্য করছি কিভাবে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিশ্বাসী ভক্তদের উপস্থিতি আমাদের ধর্মপল্লীগুলোর শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে এবং খ্রিস্টমণ্ডলী হয়ে উঠেছে আরো বেশি সার্বজনীন, আরো বেশি কাথলিক। এর ফলে অভিবাসীদের পালকীয় যত্নের বিষয়টি প্রেরণ কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় ভক্তবিশ্বাসীরা খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণের আনন্দ পুনরায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে।

"পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত" – এই বাক্যটি খ্রিস্টশিষ্যদের জন্য সব সময়ই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ এবং এটা তাদেরকে তাদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের তাগিদ দেয়। আধুনিক উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখনও এমন ভৌগলিক স্থানসমূহ রয়ে গেছে যেখানে খ্রিস্টের ভালবাসার মঙ্গলবাণী পৌঁছতে পারেনি। খ্রিস্টভক্তদের প্রেরণকর্মে মানবীয় কোন অবস্থাই বিদেশী বা আগন্তক নয়।

৩। **"তোমরা পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করবে"** – আসুন পবিত্র আত্মার শক্তিতে সর্বদা বলিয়ান হয়ে উঠি এবং পরিচালিত হই। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট যখন তাঁর সাক্ষ্য বহনের জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দেন, তখন তিনি এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহদানের প্রতিশ্রুতিও তাদের দেন, "পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর নেমে এলে তোমরা কিন্তু শক্তি লাভ করবে। তখন জেরুশালেমে, সমগ্র যুদেয়ায় ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে" *(শিষ্যচরিত ১:৮)*। শিষ্যচরিত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাবে শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরনের পর পরই ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষ্যদান শুরু হয়েছিল। জেরুশালেমের অধিবাসীদের জন্য পিতরের দুঃসাহসিক বক্তব্য ও সাক্ষ্যদান যিশুর শিষ্যদের জন্য সারা জগতে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল। অতীতে যেখানে তারা ছিলেন দুর্বল, ভীত ও নিজেদেন ঘরে আবদ্ধ, সেখানে পবিত্র আত্মা নেমে এসে তাদেরকে শক্তি, সাহস ও জ্ঞান দান করলেন যেন তারা সকলের সামনে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হন।

যেমন "পবিত্র আত্মার প্রেরণা না পেলে কেউ বলতে পারে না যে 'যিশুই প্রভু' *(১ম করিন্থীয় ১২:৩)*" – তেমনিভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ও সহায়তা ছাড়া কোন খ্রিস্টবিশ্বাসী মানুষ পরিপূর্ণ ও অকৃত্রিমভাবে খ্রিস্টাদর্শ প্রচার করতে পারে না। খ্রিস্টভক্তদের আহ্বানই হচ্ছে তাদের প্রেরণকর্মে পবিত্র আত্মার কার্যকলাপের গুরুত্ব স্বীকার করা, তাঁর উপস্থিতিতে প্রতিনিয়ত বসবাস করা এবং তাঁর অফুরান শক্তি ও পরিচালনা গ্রহণ করা। বাস্তবিক, যখন আমরা ক্লান্তি অনুভব করি, বিচলিত বা বিভ্রান্ত হই, তখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মায় নবায়িত হতে হবে। আমি আর একবার জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রেরণকর্মীদের জীবনে প্রার্থনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রার্থনা দ্বারাই পবিত্র আত্মার দানে আমরা আধ্যাত্মিক সজীবতা ও শক্তি লাভ করি মানুষের কাছে খ্রিস্টকে সহভাগিতা করার জন্য।

পবিত্র আত্মার আনন্দ লাভ করা আমাদের জন্য একটা মহা অনুগ্রহ। সর্বোপরি এটাই একমাত্র শক্তি যা মঙ্গলবাণী প্রচার করতে এবং প্রভুতে বিশ্বাস স্বীকার করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। সুতরাং পবিত্র আত্মাই হচ্ছেন প্রেরণ কর্মের মূল চালিকাশক্তি। মঙ্গলবাণী ঘোষণার ক্ষেত্রে তিনি সঠিক সময়ে আমাদেরকে উপযুক্ত বাক্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

আমরা চাই যে, পবিত্র আত্মার কার্যকলাপের আলোকেই ২০২২ খ্রিস্টাব্দের প্রেরণকর্মের দুই শত বর্ষ পূর্তি উদযাপিত হবে। নতুন নতুন অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ কাজকে উৎসাহিত করার দৃঢ় ইচ্ছা থেকেই ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা" স্থাপিত হয়েছিল। এটা ছিল একটা বিচক্ষণ দূরদর্শী কর্ম পরিকল্পনা। আশা করি বিগত চারশত বছরের ন্যায় বর্তমানেও 'বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা' পবিত্র আত্মার আলো ও শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মাণ্ডলীক প্রেরণ কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নতি সাধনে জোরদার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

যে পবিত্র আত্মা সার্বজনীন বিশ্ব মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন, সেই আত্মাই ভক্ত সাধারণকে অসাধারণ প্রেরণ কাজে অনুপ্রাণিত করেন। সেই জন্য আমরা দেখতে পাই পলিন মেরী জেরিকোট নামে একজন ফরাসী মহিলা দুইশত বছর আগে "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা" স্থাপন করেছিলেন। এই জুবিলী বর্ষে তাঁকে ধন্যা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে । দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও তিনি প্রেরণকর্মীদের জন্য প্রার্থনা ও অর্থসংগ্রহের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ঐশ অনুপ্রেরণাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি 'জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত' – প্রেরণ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশ্বাসী ভক্তদের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই মহান উদ্যোগের ফলে মণ্ডলীতে প্রতি বছর 'বিশ্ব প্রেরণ রবিবার' উদযাপন শুরু হয়। এই বিশেষ দিনের স্থানীয় মণ্ডলীর আর্থিক অনুদান পোপ মহোদয়ের বাণীপ্রচার কার্যক্রমের সহায়তায় মণ্ডলীর সার্বজনীন তহবিলে জমা রাখা হয়।

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা, আমি অনবরত স্বপ্ন দেখি একটা পরিপূর্ণ প্রেরণধর্মী মণ্ডলীর। খ্রিস্টীয় সমাজগুলোতে খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের একটা নতুন যুগ শুরু হবে – এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা। "আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রভুর সকল মানুষ প্রবক্তা হয়ে উঠে" *(গননাপুস্তক ১১:২৯)* – ঐশ জনগনের প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রা কালে মোশীর এই একান্ত অভিলাষ আমিও বার বার মনে পোষণ করি। দীক্ষাস্নাত হওয়ার ফলে আমরা যা হয়ে উঠি পবিত্র আত্মার শক্তিতে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একজন প্রবক্তা, খ্রিস্টসাক্ষী এবং প্রভুর প্রেরণ কর্মী। প্রেরণ কর্মীদের জননী মারীয়া আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

পোপ ফ্রান্সিস

রোম, সাধু যোহন লাতেরান,
জানুয়ারি ৬, ২০২২, প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব।

সারাংশ অনুবাদঃ ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে পিএমএস-এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ভাইবোনেরা,

দেখতে দেখতে মা মারীয়ার কাছে উৎসর্গীকৃত ও প্রেরণ কার্যের জন্য নিবেদিত অক্টোবর মাস এসে গেল। মাতা মণ্ডলী এ বছর 'বিশ্ব প্রেরণ রবিবার' উদ্‌যাপন করবে ২৩ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সাধারণ কালের ৩০ রবিবারে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের "বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা" ও বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আমি অপনাদের সবাইকে এ দিনের বিশেষ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং প্রতিটি ধর্মপল্লীতে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এ দিনটি উদ্‌যাপন করার জন্যে বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছি। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছরের প্রেরণ রবিবারের মূলসুর হিসাবে বেছে নিয়েছেন প্রেরিত শিষ্যদের প্রতি পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর সেই নির্দেশবাণী "তোমরা আমার সাক্ষী হবে"।

মারণ ভাইরাস করোনার বিষাক্ত ছোবল এবং দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নানান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে সারা পৃথিবীর মানুষ বিপদগ্রস্ত ও দিশেহারা হলেও খ্রিস্টমণ্ডলীর মঙ্গলবাণী ঘোষনার কাজ থেমে থাকেনি বরং প্রেরণ কর্মের নবচেতনায় মণ্ডলী আরো উজ্জীবিত হয়েছে। "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি" *(যোহন ২০:২১)* – পুনরুত্থানের দিনে প্রভু যিশুর এই নির্দেশবাণী দীক্ষাস্নানের পুণ্যগুণে আমাদের সহজাত অধিকার ও দায়িত্বে পরিণত হয়েছে।

খ্রিস্ট বিশ্বাসী ও দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের প্রেরণ কাজের সহভাগী। ২য় ভাটিকান মহাসভা তার শিক্ষা ও ঐশতাত্ত্বিক দলিলসমূহে এ সত্য ও দায়িত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের কাজের জন্যে প্রধান হাতিয়ার হলো যিশু খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার প্রচার করা। এই মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করার জন্যই প্রভু সমস্ত জগতে তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন, যেন ঐশ বাণীর মাধ্যমে মানুষ নতুন জন্ম লাভ করে *(দ্র: ১ম পিতর ১:২৩)* দীক্ষাস্নান গ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হতে পারে" *(মণ্ডলীর প্রেরণ কার্য বিষয়ক নির্দেশনামা নং ৬)*।

খ্রিস্টমণ্ডলী প্রকৃতিগত ভাবেই প্রেরিত আর মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হিসাবে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীই আহ্বান পেয়েছে একজন আদর্শ প্রেরণকর্মী ও খ্রিস্টসাক্ষী হয়ে উঠার জন্য। এ বছরের 'বিশ্ব প্রেরণ রবিবার' উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বিশেষ বাণীতে এই কথাগুলোই স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন যে, "প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী একইভাবে আহ্বান পেয়েছে একজন আদর্শ প্রেরণকর্মী ও যিশুর সাক্ষী হবার জন্য। বিশ্বাসীদের মিলন সমাজ হিসাবে খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করে মঙ্গলসমাচারকে সারা জগতের কাছে নিয়ে যাওয়া ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীর আর কোন প্রেরণ কাজ হতেই পারে না। খ্রিস্টমণ্ডলীর আসল পরিচয় তাঁর মঙ্গলবাণী ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে" *(প্যারা: ৩)*।

পবিত্র শাস্ত্র, মণ্ডলীর শিক্ষা এবং পুণ্যপিতার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে আসুন আমরাও একেকজন সক্রিয় প্রেরণকর্মী ও খ্রিস্টসাক্ষী হয়ে উঠি এবং আমাদের প্রতিদিনকার কাজ ও জীবনাচরণের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী ঘোষাণার কাজকে চলমান রাখি। বিশ্ব মণ্ডলীর প্রেরণ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের চিহ্ন হিসেবে গত বছর পুণ্যপিতার 'বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা' -কে আপনারা যে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন, তা ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হলো।

ক্রমিক নং	ধর্মপ্রদেশের নাম	অনুদানের পরিমাণ
১	ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	২৪০,১২৭,০০
২	চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	২৫,৮০৮,০০
৩	খুলনা ধর্মপ্রদেশ	৩২,৫১৩,০০
৪	দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	২৭,৩০০,০০
৫	ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	৩৬,৩৫২,০০
৬	রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৬০,৩৫১,০০
৭	সিলেট ধর্মপ্রদেশ	১৮,৫০০,০০
৮	বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২২,৪২৩,০০
	মোট	**৪৬৩,৩৭৩,০০**

কথায়: চার লক্ষ তেষট্টি হাজার তিনশত তিয়াত্তর টাকা ।

সার্বজনীন মাতা মণ্ডলীর প্রেরণ কার্যে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও উদার আর্থিক অনুদানের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রেরণকর্মের উৎস ত্রি-ব্যক্তি পরমেশ্বর আপনাদের সবাইকে বিশেষ আশীর্বাদে ধন্য করুন।

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক,
পি এম এস, বাংলাদেশ।

বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের বাহক ধর্মপল্লী

ফাদার যেসেফ মুরমু

জগতে ঐশরাজ্যকে দৃশ্যমান রূপ দেয়ার লক্ষ্যে যিশু ১২জন ব্যক্তিকে দৈনন্দিন কর্মজীবিকা থেকে নাম ধরে ডেকে নিলেন। তাদের সর্বজনগ্রাহ্য নাম "প্রেরিতশিষ্য" দিলেন। বাণী প্রচারকালে যিশু সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন শিষ্যদের। বাণী প্রচারের কোন এক সময় যিশু বয়:জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পিতরকে প্রশ্ন করেন, "মানব পুত্র কে, এই বিষয়ে লোকেরা কি বলে?"... পিতরের কথার জবাবে যিশু বললেন, "...আমি তোমাকে বলছি, তুমি পিতর (অর্থাৎ পাথর), আর এই পাথরেরই উপরে আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব *(মথি ১৬:১৩-১৯)*।" পিতরের স্কন্ধে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। কর্মকালে আবারো পিতরকে যিশু প্রশ্ন করে বললেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাস?"...পিতরের কথার উত্তরে যিশু বললেন, "তাহলে তুমি আমার মেষদের দেখাশোনা কর *(যোহন ২১:১৫-১৭)*।" পিতরকে যিশু সর্বসাধারণের দেখভালের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিলেন। শেষবার যিশু স্বর্গারোহনের প্রাক্কালে প্রেরিতশিষ্যদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার *(মার্ক:১৬:১৫)*।" এভাবে যিশু ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের আদেশ দিলেন। প্রেরিতশিষ্যরা পবিত্র আত্মায় শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পরক্ষণে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের কর্মদায়িত্ব বহনই প্রমাণ করে, তারাই মূলত বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের গঠক, বাহক ও প্রচারক এবং ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার কর্মী।

মুখ্যত: যিশু মরুভূমি থেকে সরাসরি মনুষ্যসমাজে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের মানবপ্রেম এবং ঐশরাজ্যের আবশ্যকতা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। লোকদের বিধানসম্মত জীবন যাপনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাতে শুরু করলেন। একই সময় ঐশ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে যিশু বাছাইকৃত ১২জন প্রেরিতশিষ্যদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিলেন। তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, পরবর্তি সময় ঐশকর্মের সহায়ক হবেন তিনি। যিশুর কথামত প্রেরিতশিষ্যরা জাতি-বিজাতির কাছে ঐশবাণী প্রচার করতে মনোযোগি হলেন এবং ঐশবাণী ও ঐশরাজ্যে বিশ্বাসী লোকদের দীক্ষাস্নান দিলেন। এহেন কর্মযজ্ঞই হচ্ছে প্রেরণকর্মের দর্শন।

রাজসভার সৈনিক সৌল, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন, এবং তাদের গ্রেপ্তার করেন, শায়েস্তা করেন, শাস্তি দেন। একদিন স্বয়ং যিশু সৌলকে দর্শন দিয়ে অত্যাচারী আচরণ থেকে বিরত করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৌল হলেন পল এবং যিশুর বাণী সেবক, বাহক ও প্রচারক। পল প্রেরিতশিষ্যদের কাতারে এসে দেখেন, বিজাতি লোকদের খ্রিস্টকে গ্রহণের সুযোগটা বাস্তবেই অবহেলিত। এ সংকট নিরসনের নিমিত্তে তিনি প্রেরিতশিষ্যদের ছেড়ে বিজাতি লোকদের মধ্যে উপস্থিত হন। পরবর্তি যে কোন সময়ে পলের বাণী প্রসারণকর্মের টার্গেট ছিল ভিন জাতি ও বিধর্মী মানুষ। নতুন নিয়মে (মঙ্গলবার্তা) উল্লেখ রয়েছে, তিনি ভিন জাতি তথা রোমীয়; ১ ও ২ করিন্থীয়; গালাতীয়; এফেসীয়; ফিলিপ্পীয়; কলসীয়; ১ ও ২ থেসালোনিকীয়... ইত্যাদির মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করেন, ধর্মশিক্ষা দিয়ে, তাদের দীক্ষাস্নাত করেন। এ সময় থেকেই মূলত: এ জাতির মধ্যে স্থানীয় মণ্ডলী স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ জাতির যত্ন নেয়া ও খ্রিস্টবিশ্বাস স্থায়িত্ব দেয়ার লক্ষ্যে তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ও ধার্মিক ব্যক্তি বেছে নিয়ে, পবিত্র আত্মার নিকট প্রার্থনা করে, পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দেন। এ ধরণের পদক্ষেপ দ্বারা বিজাতি মানুষের মধ্যে নতুন খ্রিস্টসমাজ দৃশ্যমান করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রেরণকর্ম পন্থা বলে, ইহাই হচ্ছে, "বিশ্বপ্রেরণ রবিবার"-এর পক্ষে উন্নত বাণী প্রসারণকর্ম।

প্রেরিতশিষ্যরা খ্রিস্টমণ্ডলী তথা ধর্মপল্লী (ভক্তদের বহুমুখী সেবাদান কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া পত্তন করেন, তা যিশু ও পবিত্র আত্মার শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। এখন তা পৃথিবী জুড়ে ক্রমবিকাশমান। সেই প্রতিষ্ঠান পুণ্যজনদের (পোপ) আন্তরিকতায় বিশ্বমানব সমাজে সমর্থিত সত্তা। পুণ্যজনদের আত্মিক সমর্থন ও সহযোগিতায় ধর্মরাজ্যে (ধর্মপ্রদেশে) ধর্মপল্লী জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রগতিমান। ধর্মগুরুদের সঙ্গে যাজকসমাজ একত্রিত হয়ে সেটিকে জাতি-সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি-কৃষ্টি এবং বৈচিত্র ভাবনার লোকদের মধ্যে যিশুর প্রকৃত পরিচয় পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। বলা যায়, প্রেরিতশিষ্যদের মতই মণ্ডলীররূপকে লোকমুখি করতে, ধর্মপল্লী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই ধর্মপ্রতিষ্ঠান মানুষকে ঐশজীবনের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা দিচ্ছে এবং অপরদিকে বিশ্বপ্রেরণ রবিবারেরও ভিত্তি মজবুত করে চলেছে।

প্রেরণ রবিবারের বা প্রেরণের শুরু হলেন খ্রিস্ট। তাঁর সঙ্গছায়ায় জনজীবনকেন্দ্রে আত্মার ভিত্তি বিনির্মিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রেরণ রবিবারের কাঠামো ও প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পুন:নবায়ন করিয়ে নেয়া আবশ্যক, ফলশ্রুতিতে প্রেরণ রবিবারের কর্ম গতি ও উদ্দেশ্য বাড়ান সম্ভব। খেয়াল করতে হয় যে, প্রেরিতশিষ্যরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে আগবাড়িয়ে বাণী প্রচারে গুরুত্ব দেননি, বরং যিশুর নির্দেশ পূরণে মগ্ন ছিলেন। জনগণের মধ্যে খ্রিস্ট বিশ্বাস বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে, তারা জনসমাজে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মক্রিয়ার ছকে তারা মানুষকে যিশু সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। তাই 'মিশন সান্ডে' তথা বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের কর্মসূচিতে যে নৈতিকগঠন শিক্ষাপদ্ধতি রয়েছে, তা পুঁজি করে যিশুর প্রদত্ত সংস্কারসমূহ এবং পবিত্র বাইবেলের গুরুত্ব অর্থবহ উপস্থাপন করা বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের বলিষ্ঠ কর্মক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের আহ্বান আত্মস্থ:করণ করাই মনে করি ধর্মপল্লীর প্রধান দায়িত্ব, এ লক্ষ্যে তো ভূমিতে ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত। প্রেরিতশিষ্যরা যেমন যিশুর ইচ্ছাপূরণে সজাগ ছিলেন, তেমনি ধর্মপল্লী বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের কর্মসূচি গ্রহণযোগ্য উপস্থাপনে অনড় রবে। এক কথাই বলতে হবে যে, বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের পরিকল্পিত আদল/নকশা খ্রিস্টভক্তদের কাছে সম্মিলিতভাবে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। সকলেই এ দায়িত্বে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকলে, বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের উদ্দেশ্য প্রতিবিধান সম্ভব। যাই বলা হোক না কেন, বিশ্বপ্রেরণ রবিবার পিতরের দায়িত্ব নেয়ার দিকে ইঙ্গিত করে, যেমন যিশু শিষ্য পিতরকে 'পাথর' নামে আখ্যায়িত করেন। এর অর্থ পিতর দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক সক্রিয়তাকে পুঞ্জিভূত করে নতুন জীবন্ত পাথর মন্দির নির্মাণ করবেন, যে মন্দিরে বিশ্বমানব যিশুকে দেখতে পাবে, যে যিশু পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত জীবন্ত পাথর মন্দিরে নিত্যজাগ্রত। ঐ পাথরের এক টুকরো পাথর খ্রিস্টভক্তগণও। শিষ্য পিতরের মতো জগতবাসীর জন্যে মণ্ডলীকে পুন:র্নিমাণ করা, সকলেরই কর্তব্য। যিশু শিষ্য পিতরকে আর একবার কঠিন প্রশ্ন করেন, "যোনার ছেলে সিমোন, তুমি কি ওদের চেয়ে বেশি ভালবাস?..." পিতরের জবাবে যিশু বলেছেন, "তুমি আমার মেষদের দেখাশুনা কর... *(যোহন ২১:১৫-১)*।" বড় কঠিন আদেশ, তৎসত্ত্বেও পিতর তৎকালীন লোকদের (ইহুদী-অ-ইহুদী) দেখভালের দায়িত্ব নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞবদ্ধ হন। এখন মণ্ডলীর চতুপার্শে অসংখ্য চেনা-অচেনা মেষদের বসবাস, তাদের প্রতি একই দায়িত্ব মণ্ডলী ও খ্রিস্টভক্তদের উপর অর্পিত। শিষ্য পিতরের কাছে যিশুর আদেশ পালন কঠিন মনে হলেও, তিনি একা দায়িত্ব পালন করেননি, তিনি অন্য শিষ্যদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। তেমনি ধর্মপল্লী খ্রিস্টভক্তদের একত্র করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলে বিশ্বপ্রেরণ রবিবাারের আহ্বান, উদ্দেশ্য সফল হবেই।

বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের মূল উদ্দেশ্য সম্প্রসারণে মাতামণ্ডলীর পুণ্য পিতাগণ (পোপ) সৌহার্দের হাত বাড়িয়ে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রের দরবারে পৌঁছে দিতে সংস্কল্পবদ্ধ এবং যথাপ্রক্রিয়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছেন, ঠিক যিশু ও প্রেরিতশিষ্যদের মতো। তখনকার যুগের মতোই এখনো কিন্তু খ্রিস্টের আধ্যাত্মিক ও মানবিক সেবা-শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেলেও পিতৃগণ

খ্রিস্টের আদেশ পালনে সচল-সজাগ। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস বলে, পুণ্য পিতাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত মণ্ডলীর ধর্মগুরুদের খ্রিস্টের প্রেম-সেবার কর্মযজ্ঞ সম্প্রচার ও বিস্তারের নিমিত্তে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দিক-নির্দেশনা ও সাহস যুগিয়ে যাচ্ছেন, এবং একই সময় খ্রিস্টভক্তদের সহকর্মী হয়ে অংশগ্রহণে সক্রিয় করতে মনোবল দিচ্ছেন। চলমান সময়ে পুণ্যপিতাদের খ্রিস্টীয় আত্মিক ও মানবিক সেবা অন্যজাতির মধ্যে পৌঁছে দেয়ার পদাংক অনুসরণীয়, যদিও পদাংকটি কঠিন, তবু খ্রিস্টের নামে জাতিসকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া সমুচিৎ। এটিই হবে বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের ঐকান্তিক আহ্বান। খ্রিস্টভক্ত সকলেই জানে, প্রেরণ রবিবারের উদ্দেশ্য ঢাকঢোল বাজিয়ে পালনের বিষয় নয়, বরং প্রেরণরবিবার পালনের উদাহরণ হলেন পিতৃপুরুষগণ, তানারাই কিন্তু বিশ্বজনসমাজে প্রেরণ রবিবারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলেই যাচ্ছেন, পৌঁছেও দিচ্ছেন। তাই দেখা যায়, বিগত ও বর্তমান সময়ে তাদের প্রচারের কলাকৌশল, যা সর্বজনস্বীকৃত এবং খ্রিস্টীয় প্রেম-ভালবাসার অভিন্ন আদর্শে পরিপক্ক।

মণ্ডলী বছর বছর বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপনে ভক্তজনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি উপাসনার কাঠামোর মাধ্যমে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টভক্তদের স্মরণ করা আবশ্যক যে, বিশ্বপ্রেরণ রবিবার পালনকারী পোপীয় সংস্থা (বাংলাদেশসহ) সাড়ম্বর আয়োজনে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে বলে চলেছে। ঐ আহ্বান আমলে নিয়ে, দিবসটি উদ্‌যাপনে ধর্মপল্লী ভক্তগণকে আন্তরিক হতে ও বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে আহ্বান করে। যেহেতু দিবসটি বাণী ও প্রেরণকর্ম সম্পর্কিত, তাহলে বলতে হবেই, বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের প্রথম প্রচারক "যিশু"। তাঁর পথ অনুসরণ করার মানসিকতা খ্রিস্টভক্তদের থাকা খুব প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে দিবসের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে পদক্ষেপ নেয়া প্রযোজন।

সুতরাং বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের প্রাবক্তিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সক্রিয়করণার্থে ধর্মপল্লীর মাধ্যমে জনজীবনের রন্দ্রে রন্দ্রে যুক্ত করা আবশ্যক। এ দিবস উপলক্ষ্যে মণ্ডলীর সাথে একত্র হয়ে প্রথমত: খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে প্রেরণ রবিবার কেন্দ্রিক উপাসনা, ক্যাম্পেইন, কর্মশালা, পোষ্টার, লিফলেট, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি উপস্থাপন প্রয়োজন, এতে খ্রিস্টভক্তদের দিবস সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান বাড়বে এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে। জনগ্রহণীয় ব্যবস্থাপনায় দিবসটি সফলের উদ্যোগ নিলে, খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে এর প্রয়োজন মনে হবে ও গ্রহণীয়ও হবে এবং উদ্‌যাপনের আবশ্যকতা বাড়বে। বিশ্বমণ্ডলীর প্রাণে সত্যময় খ্রিস্টের যে প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি জ্বল জ্বল করছে, তা বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের মাধ্যমে তুলে ধরা হলে, খ্রিস্ট অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বপ্রেরণ রবিবারের অস্থিত্ব ও পরিচয়-পরিচিতি আপামর জনগণের চিন্তা-ভাবনায় বিকশিত হবে এবং প্রস্ফুটিত হবে যিশুর সেবা-প্রেম, ঐক্য-সম্প্রীতি, সর্বজাতির জীবনযাত্রায়। তাই এই ধারণা পোষণ করতে হবে যে, বিশ্বপ্রেরণ রবিবার পঞ্জিকা নির্ভর কোন কর্মসূচি নয়, এটি মণ্ডলীর ঐশবাণী সম্প্রচারের একটি সক্রিয় মাধ্যম। তাই, বিশ্বপ্রেরণ রবিবার দিবস উদ্‌যাপনক্ষণে সকলের অংশগ্রহণ শতভাগ হোক ॥

মণ্ডলীতে "প্রচারক" বা "মিশনারী" দিবস পালন করা

ফাদার সুশীল লুইস

এদেশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিসরে নানা দিবস পালন ক'রে কত কিছুই না স্মরণ ও আলোচনা করা হয়। কারো কারো পরিচয় আবার এরূপ দিবস পালনেই। কিছু উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন: বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস, আদিবাসী দিবস, নারী দিবস, মা দিবস, বাবা দিবস, বাইবেল দিবস, কাটেখিস্ট দিবস, প্রেরণ রবিবার ইত্যাদি। এসবে থাকে কত আনুষ্ঠানিকতা, মিলনমেলা, স্মৃতিচারণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, লেখালেখি আরো কত কী! বার বার বিভিন্ন দিবস পালন করতে করতে মনের মধ্যে একটি কথা জাগছে আর সেটি হল- অক্টোবর মাস হল মণ্ডলীর প্রেরণ মাস। আর এ মাসেই মণ্ডলীতে পালিত হয় বিশ্ব প্রেরণ রবিবার। বাংলাদেশ একটি মিশন দেশ। এ মাসে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আমরা কি ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন দেশের শত শত বছরের নিবেদিতপ্রাণ অসংখ্য মহিলা, পুরুষ "মিশনারী" বা "প্রচারক" স্মরণে ভালবাসায়, উদ্দীপনায়, কৃতজ্ঞতায় একদিন ঘটা ক'রে "মিশনারী দিবস" পালন করতে পারি না বা পারব না?

আমার মতে এটি যুগের একটি জোরালো ডাক, চ্যালেঞ্জ, দায়িত্ব ও প্রয়োজন। সুযোগ, সময় ও সম্ভবনা থাকলে আমরা আমাদের দেশে শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমবেত বা আলাদাভাবে, গ্রাম এলাকার কিছু ধর্মপল্লী একত্রে অথবা আলাদাভাবে এরূপ মিশনারী দিবস বা মিশনারী সপ্তাহ পালন করতে পারি নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা-প্রচেষ্টা, সুসময়ে সুপরিকল্পনা ও সেসব বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। আর সেভাবে উপযুক্ত একটি দিন বা সপ্তাহ ঠিক করা জরুরী। তবে তা কোন দিন হতে পারে বা হলে বেশি অর্থপূর্ণ মনে হতে পারে?

তা হতে পারে অক্টোবর মাসের কোন রবিবার বা সুযোগ সম্ভাবনা অনুসারে অন্য কোন দিন। তা হতে পারে মিশন দেশের প্রতিপালিকা ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্বদিনে (১ অক্টোবর) বা ভারত বর্ষের প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্বদিনে (৩ ডিসেম্বর), সাধু পিতর পলের মহাপর্বে (২৯ জুন), কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার স্মরণ দিবসে (৫ সেপ্টেম্বর), ভারত বর্ষে প্রচারক সাধু টমাসের পর্ব দিবসে (৩ জুলাই) বা অন্য কোন তাৎপর্যপূর্ণ দিনে। এটি হতে পারে এদেশে প্রথম ধর্মশহীদদের কোন এক স্মরণ দিনে। যেমন বাংলার প্রথম খ্রিস্টশহীদ, জেজুইট সংঘের ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্ণান্দেজ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর নির্যাতিত হয়ে ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করেন কারাগারে *(২০০০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে কাথলিক মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের ৪০০ বছরের জয়ন্তী উৎসবের স্মরণিকা অনুসরণে)*।

আমরা বিভিন্ন সংঘের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার মিশনারীদের শ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অনেক পেয়েছি; তারা নিজ ভালবাসায় অন্তরে বিশ্বাস ও যিশুর প্রেরণবাণী নিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের জন্য জীবন দিয়েছেন; এদেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে- আমরা হাত ও অন্তর ভ'রে শুধুই নিয়েছি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের কি দিয়েছি? মনে করি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর এদিন পালন এক বিশেষ পদক্ষেপ, নিবেদন হতে পারে, একই সাথে এটি জানা অজানা দুঃসাহসিক, নিবেদিতপ্রাণ সকল মিশনারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও এক বিশেষ স্বর্ণচিহ্ন হতে পারতো। একইভাবে এদিনে তাদের বিষয়ে বিচিত্র স্মৃতিচারণা, বিরামহীন কর্মময় জীবনের কথামালা আমাদের উজ্জীবিত হতে এক বড় অবদান রাখতে পারতো: কিছুটা হলেও বাণী প্রচার ও পালনে আমরা তাদের মতো হতে চেষ্টা করতে পারতাম। বিভিন্ন দেশের এরূপ ধর্মপ্রচারকগণ আমাদের দেশে এসে ধর্ম, সেবা-যত্ন, শিক্ষা-জাগরণ, ভাষা-সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশ, প্রকৃতি, জীবনযাপন, প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কতই না অবদান রেখেছেন, বিচিত্র পথ খুলে দিয়েছেন। সকল মিশনারীর প্রতি সেভাবে আমরা আমাদের গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, উদারতা প্রকাশ করতে পারতাম। সাথে সাথে বাণী বিস্তারে তাদের ত্যাগস্বীকার, কষ্ট, জীবনদান, ভালবাসা প্রভৃতি জেনে, তাদের কথা চিন্তা ক'রে আমরা নতুনভাবে সম্পদশালী ও অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেক স্থানে সক্রিয়ভাবে প্রচার কাজ করতে ও সেভাবে পথ চলতে পারতাম। তারা আমাদের দেশে ধর্মের প্রবর্তক, ধর্মপথে অগ্রজ, আদর্শ জীবন পথের দিশারী। তারা কঠিন বাস্তবতায়, দারিদ্রে, মরণ ভয়ে, কষ্টে, বিপদে জীবন যাপন করেও প্রচারে বিশ্বস্ত, বাধ্য, সাহসী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। সেসবই তো আমাদের অনুপ্রেরণা, আশা-ভরসা।

বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় সুবিধামত স্থানে "মিশনারী" বা "প্রচারক" দিন অথবা "মিশনারী" সপ্তাহ পালন করা যেতে পারে। এটি উদ্‌যাপনে থাকতে পারে স্মৃতিচারণ, সভা-সম্মেলন, নভেনা, প্রার্থনা-খ্রিস্টযাগ, প্রার্থনা কার্ড প্রস্তুতি, মিশনারীদের গান রচনা ও প্রচার, পরিবারে মিশনারী সাধু সাধ্বীদের ছবি-মূর্তি রাখা, বিশেষ গুরুত্বসহ প্রধান মিশনারীদের পর্ব পালন করা, মিশনারীদের জীবনী উপস্থাপন করা, ইতিহাস প্রকাশ, সহজভাবে মিশনারীদের জীবনী প্রকাশ ও সেসব পাঠ, দেশীয় কৃষ্টি অনুসারে মিশনারীদের চিত্রাংকন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সৃষ্টি করা, মিশনারীদের প্রতীকসমূহ উপাসনায় ও সাজানোর সময়ে ব্যবহার করা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আলোচনা-পর্যালোচনা, বাস্তবতা বিশ্লেষণ, প্রামাণ্য চিত্র প্রকাশ, পোষ্টার-ব্যানার প্রকাশ, নাটক-নাটিকা, গীতি নাট্য, নৃত্যালেখ্য, গানের আসর, কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ-কবিতা প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন কেন্দ্র দর্শন, পথনাট্য, জারিগান, প্রদর্শনী, পদযাত্রা, আঞ্চলিক শোভাযাত্রা, তীর্থযাত্রা, পরিবারে সমাজে, গির্জায়, মণ্ডলীতে, হৃদয়ে মিশনারীদের আসন প্রস্তুত করা, মিশনারী সাধু সাধ্বীদের স্মরণে বাতি জ্বালানো, স্থানে স্থানে মিশনারী সাধুদের সম্মানে ও স্মরণে তাদের মূর্তি স্থাপন করা, যেসব সাধু সাধ্বী মিশনারী হয়েছেন তাদের মধ্যস্থতায় সকল প্রচারকের জন্য বিশেষভাবে যারা বিপদে-কষ্টে, সমস্যায় আছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করা, আলোকচিত্রে মিশনারী সাধু-সাধ্বীদের জীবনী প্রদর্শন, নতুন কিছু কার্যক্রম/পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

যিশু নিজে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত আবার তাঁর শিষ্যেরাও তাঁর প্রেরণ কাজ চালিয়ে নেবার জন্য প্রেরিত তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে। আমরাও দীক্ষিত সকল ব্যক্তি নিজ নিজ জীবন বাস্তবতায় প্রেরিতরূপে চিহ্নিত, দায়িত্বপ্রাপ্ত, আহূত। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলের খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উপরোক্ত বিষয়ে বলা হয়: "প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের কর্তব্য রয়েছে আপন আপন সাধ্য অনুসারে বিশ্বাস বিস্তার করা।" সেভাবে আস্তে আস্তে আমার জীবন পথের বিশ্বাসের মিশন নিয়ে সর্বদা চলাইতো আমাদের জীবনাহ্বান। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হয় যে, যদি আমার জীবনের সকল অবস্থায় নিজের মিশন আছে তবে আমি আছি- যদি মিশন নেই তবে আমি নেই। আর সেভাবে যে যেখানে আছি সেখানে তার প্রচার কাজই হল জীবন। এটি এক চলমান প্রক্রিয়া, সেটা অন্তর গভীরে ধরে রেখে গভীরতর ও সক্রিয় করতে হবে। আমাদের মিশনারীদের মত নিজেদের ভাল না খুঁজে অন্যের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে, নিজেদের জীবনের আলো-ভালো, বিশ্বাসের প্রদীপ উজ্জ্বলতর ক'রে জ্বালাতে হবে। মিশনারীগণ যে পথ রচনা করেছিলেন সে পথ ধরেই যেসব এলাকায় মঙ্গলসমাচার প্রচার করা হয়নি সেসব স্থানে যেন জোরালোভাবে বাণী প্রচার হয় আর স্থানীয় মণ্ডলী যথেষ্ট পরিমাণে আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারেন। সেভাবে মণ্ডলী যেন যিশুর আদেশ ও আদর্শ অনুসরণে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে যিশুর ও পবিত্র আত্মার প্রেরণ কাজ করতে পারেন (দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল, "মণ্ডলীর প্রেরণকার্য", ২/১০৯০)।

আমরা সকলে মিলে অনেক প্রস্তুতি ও সচেতনতা নিয়ে দেশে, স্থানে-স্থানে, মণ্ডলীতে মিশনারী দিবস বা সপ্তাহ পালন করতে করতে সাধু পলের এ কথায় "হায়রে! যদি না আমি মঙ্গলসমাচার প্রচার করি *(১ করি ৯:১৬)*" অনুপ্রাণিত হয়ে আমি, আমরা প্রত্যেকে মিশনারীগণের আদর্শ অনুসরণ ক'রে যার যার স্থানে হয়ে উঠি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল মিশনারী বা প্রচারক। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের শক্তি, সাহস ও পরিচালনা দান করুন! বাইবেল দিবসের একটি প্রার্থনা দিয়ে এ লেখা শেষ করছি: "হে দয়াময়, তোমার পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, পাঠাও তোমার পবিত্র আত্মাকে: তিনি স্মরণ করিয়ে দিন তোমার জীবন বাণী, নিয়ে চলুন আমাদের পূর্ণ সত্যের দিকে। আমরা যেন তোমার বাণী গ্রহণ ও পালন ক'রে সকল মানুষের অন্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি সত্য বাণীর বীজ, জাগিয়ে দিতে পারি বিশ্বাসের আলো।" মিশনারীগণের স্বপ্নের, প্রতীক্ষার ও প্রচেষ্টার বাংলায় আমাদের সবার মিশনারী যাত্রা শুভ, সার্থক ও পরিপূর্ণ হোক! শুভ হোক সর্বত্র প্রেরণ মাস পালন! ৯

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Doripara Christian Co-Operative Credit Union Ltd.

স্থাপিত : ৮ জুলাই ২০০৪ খ্রী:, রেজি. নং ৮৩/২০০৭ খ্রী:, সংশোধিত রেজি. নং ০৩/২০২১ খ্রী:

গ্রাম: দড়িপাড়া, ডাকঘর: কালীগঞ্জ, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সময়: সকাল ৯:০১ মিনিট

স্থান: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া।

এতদ্বারা দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:০১ মিনিটে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে ১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

তমাল আগষ্টিন কস্তা
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১১৪/২২

ভীমরুলের কামড় ও বিশপ যোয়াকিমের ঝাড়ফুঁক

জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ

আজ এ্যালবাম ঘাটতে যেয়ে বিশপ যোয়াকিমের একটি ছবি দেখতে পেয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়তেই লিখতে বসে গেলাম। এই যে করোনা শুরু হয়েছে যাচ্ছেও না পথও ছাড়ছে না। কাহাতক সহ্য হয় বলেন? ঘরে বসে থেকে থেকে মুটিয়ে যাওয়া ছাড়া তো গতি নেই তাই ভাবলাম জীবনে তো কত বড় বড় আর কত তুচ্ছতম ঘটনাই অবলোকন করেছি। সে সব লিখলে আমার সময়টাও ভাল কাটে আর পাঠকরাও আমার সাথে একটু সহভাগিতা করতে পারেন।

বিয়ের আগ পর্যন্ত ঢাকাতেই ছিলাম। বিয়ের দুবছর পর যখন পাকাপাকিভাবে গ্রামে চলে গেলাম তখন বড় ছেলেটি ছয়মাসের কোলে। স্বামী মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরিরত। ছুটিতে দু'মাস থেকে আবার চলে গেলেন। তার নয়মাস পরে জন্ম হলো ছোট ছেলেটির। দুজন মাত্র পনের মাসের ছোট বড় হওয়াতে আমি যেন অথৈ সাগরে পড়ে গেলাম। অবস্থা এমন বেসামাল হলো যে পিঠাপিঠি দু'ছেলেকে নিয়ে অষ্টপ্রহর যেন নাকানি-চুবানি খেতে লাগলাম। আমার বাবা বান্ধবীদের কাছে বললেন, এটি কি কুমুর ঠিক হলো? একটাই এত ছোট আবার---। গ্রামের একটা প্রবাদ শাশুড়ির মুখে প্রায়ই শুনতাম তা হলো, "শোলের পোনা গজারের পোনা যার যার পোনা তার তার সোনা।" যে যাই বলুক আমার সন্তানরা তো আমারই। কিন্তু আমার দুঃখটা যেয়ে পড়তো প্রবাসী স্বামীর উপর। ঢাকায় একদিন বাবার বাড়িতে বংশ পরম্পরায় বাস করা কাজের মাসী শফরের মাকে বললাম, একজন লোক-টোক দাও খালা। ছেলেদের যন্ত্রণায় তো একেবারে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছি। সে উত্তর দিল, আব্বা (আমার বাবা) সেদিন যে বছর দশের কালামকে কারখানায় এনে কাজে লাগিয়ে দিলেন ওর একটা ছোট বোন আছে। বললে আমি কালই এনে দিতে পারি। বয়সে ছোট ওদের সাথে মিলবে ভাল। আমি তৎক্ষনাৎ রাজি হয়ে গেলাম। সে পরদিন সেই মেয়েকে সাথে নিয়ে এলে পরে মা-বাবা সবাই মিলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। তারা বলল তোমার দুই ছেলে ওকে চেপে ধরলে ওতো দমবন্ধ হয়েই মারা যাবে। দেখে মনে হলো বয়স সাত কি আট। কিন্তু খুব চঞ্চল ও মিষ্টি একটা মেয়ে। নাম রহিমা খাতুন।

পরদিন গ্রামে নিয়ে গেলাম। ছেলেরা রহিমাকে পেয়ে খুব খুশী আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। এর আগে গ্রামে কাজের লোক খুঁজেছি কেউ রাজি হয়নি। সবাই বলে, "সাংসারিক কাম করতে পারুম দিদি কিন্তু পোলাপান রাখতে পারুম না। এই কামে খাটনি বেশি। আর পোলাপান হইলো মাটির বোঝা। কোলে নিতে নিতে জোয়ানকি শ্যাষ।"

এরপর থেকে আমার ছেলেদের কিল-চড় আর আদর খেতে খেতে রহিমাও ওদের সাথে সমান তালে বেড়ে উঠতে লাগলো। যখন রহিমার বয়স প্রায় দশ তখন একদিন আমি রান্নাঘরের উপরে কাড়ে উঠালাম ওকে কিছু পাটখড়ি নামিয়ে আনার জন্য। তখন ওর চুল কোমড় ছাড়িয়েছে। যেমন ঘন তেমনি কালো কুচকুচে। যেই না পাটখড়িতে টান দিয়েছে অমনি একঝাঁক ভীমরুল ওকে যেন ছেঁকে ধরলো। রহিমা চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, মা মা-মাগো বাঁচাও। মরে গেলাম, মরে গেলাম। আমি এ অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে সবাইকে ডাকতে লাগলাম। ছেলেরাও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে সমস্বরে কান্না জুড়ে দিল। রহিমা মই থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গেলে সবাই ওর চুল থেকে ভীমরুল তাড়াতে লাগলো। ওর যেন তখন কোন জ্ঞানই নেই। ব্যথার চোটে মুখ দিয়ে শুধু ফেনা ঝরছে। আমি কোনমতে রিক্সায় বসিয়ে সামান্য দূরে আমার বাপের বাড়ি নিয়ে গেলাম। যেখানে আমার বড় জেঠিমারা ও কাকিমা ছিলেন। অত্র এলাকায় সবাই তখন রহিমাকে চেনে। তারপর ওকে শোবার ব্যবস্থা করে কেউ কেউ চলে গেল গ্রামের পল্লী ডাক্তারকে ডাকতে। ডাক্তার এসে ব্যথা ও ঘুমের ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন। বড়মা ও কাকিমা সবাই ওকে ঘিরে বসে রইলেন। মুখ ফুলে ঢোল। চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। সবার চোখ দিয়ে ওর কষ্ট দেখে জল ঝরতে লাগলো।

এমন সময় আমার বাপের বাড়ীতে বিশপ যোয়াকিমের আগমন। তিনি একটি ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা গায়ে একটি কালো ছাতা মাথায় আমার জেঠিমার ঘরে লোকজন দেখতে পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়লেন। রহিমার সামনে সবাইকে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকতে দেখে, কি হয়েছে ওর? বলতেই আমি জোরে হুহু করে কেঁদে দিলাম। কাকিমা সব খুলে বলার পর আমি বারবার বিশপের হাত ধরে জানতে চাইলাম, রহিমা বাঁচবে তো? তিনিও আমার আলুথালু বেশভূষা দেখে হয়তো একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তখন শুধু বেঘোরে কাঁদছিলাম আমি। এখন মনে পড়লে লজ্জাই পাই। তিনি আমার অবস্থা দেখে আমার প্রশ্নের জবাবে আমতা আমতা করে বলেছিলেন, আমি তো আজ পর্যন্ত শুনিনি ভীমরুলের হুলে কেউ মারা গেছে। তখন বিশপের সাথে ছিল বিশপের মায়ের এক পাতানো হিন্দু বোন যাকে শোলপুরের সবাই "যসি পিসি" বলে ডাকতো। খ্রিস্টান পাড়ার বিয়ে-সাদি, অসুখ বিসুখে তার উপস্থিতি ছিল আপনজনের মতোই। সে তখন বিশপকে দেখিয়ে বললো "এই যে এতবড় ধর্মের ডাক্তার বসে আছে সে ঝাইড়া দিলে এখ্খন ভালা হইয়া যাইব কইয়া দিলাম।" তার কথায় বিশপ সত্যি সত্যি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করলেন। শেষ হলে পরে যসি পিসির অনুরোধে কয়েকবার রহিমার গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে যাবার আগে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, চিন্তা করো না। কেমন হল বিকেলে আমায় একটু জানিয়ে দিও।

এরপর বেশ কিছুদিন গ্রামে এই কথা চাউর হয়ে গেল যে যকি (যোয়াকিম বিশপকে শোলপুরের লোকজন আদর করে 'যকি' বলে ডাকতো) বিশপের ঝাড়ায় মোক্ষম ফল ফলেছে। প্রায় মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে।

আজ মনে পড়ে সেই সেদিনের কথাগুলো, চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে সব। পরে আমি বিকেলে গিয়ে বিশপকে বলেছিলাম, বিশপ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার আশীর্বাদ আর প্রার্থনার ফলে মেয়েটির যন্ত্রণা অনেকটা সেরে গেছে। তিনি খুশি হলেন। তার পরদিন তিনি আমায় আবার ডাকলেন। বললেন, কি ব্যাপার বলতো? সকাল থেকে দশ জনের মতো অসুস্থ রোগী এসেছে আমার কাছে। তারা বলে আমি ঝার ফুঁক দিলে নাকি তারা সুস্থ হয়ে যাবে। যসি মাসী নাকি এসব কথা সবার কাছে বলে বেরিয়েছে। তারপর তিনি হেসে হেসে গ্রাম্য ভাষায় বললেন, কি বিড়ম্বনায় পড়লাম কও তো। এই জ্বালা সহ্য অয়?? আমিও হেসে হেসেই উত্তর দিলাম, কথায় বলেনা "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।"

বিশপ যোয়াকিম আজ এ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তার কথা মনে হলেই রহিমার কথাও ভীষণ মনে পড়ে যায়। ওর কাছে যে আমি আজীবনের জন্য ঋণী হয়ে আছি। মনে মনে সর্বদা এই প্রার্থনা করি যেখানেই থাকিস রহিমা ভাল থাকিস, সুখে থাকিস॥

পরিবারের যত্নে পুরোহিত ও পিতা-মাতার দায়িত্ব

ফাদার নরেন যোসেফ বৈদ্য

পরিবারের সদস্যরা পালকীয় যত্নের আকাঙ্ক্ষী। সমস্যা জড়িত পরিবারের যত্ন ও পরিচর্যায় পালকদের করণীয় কি? অসুস্থদের প্রতি পিতা-মাতা কতটা সংবেদনশীল! বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ধর্মপল্লীর পুরোহিত ও পিতা-মাতাদের কী ভাবিয়ে তুলছে? পরিবারের ছেলে-মেয়েদের নৈতিকতা রক্ষা করবে কে? "যে ভাল আমি করতে চাই, তা তো আমি করি না; কিন্তু যে অন্যায় আমি করতে চাই না, আমি তো তা-ই করে বসি *(রোমীয় ৭:১৯)*।" ছেলে-মেয়েরা কী তাদের বিবেক সঠিকভাবে গঠন করতে পারছে? শিক্ষার্থীর জীবন আচরণে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও গভীরতা পায়? পরিবারে পালকীয় যত্নে ও শিশুদের সুরক্ষা করতে, দায়িত্বশীল পিতা ও মাতা হিসেবে আমরা কি দায়িত্ব পালন করিনা? সন্তানদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা কী অঙ্গীকারাবদ্ধ? শিশুদের হৃদয় মনকে প্রসারিত করতে, মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে, মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পিতা-মাতা ও পুরোহিতগণ কী সফলকাম হন? বিশেষ চিলড্রেনদের (প্রতিবন্ধী) প্রতি পিতা-মাতার দরদবোধ দায়দায়িত্ব কতুটুকু রয়েছে?

পরিবার সংকটের মুখে: যত্ন নেবার তাগিদ

পারিবারিক জীবনের বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রযুক্তি যুগে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ পারমার্থিক চেতনায় উন্নীত হওয়া। গির্জামুখী হচ্ছে না। বাইবেল পড়ে না। পাপস্বীকার খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না।

বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের পরিবারে আজ যেন মৃত্যুর সংস্কৃতি হানা দিচ্ছে। বর্তমানে যেভাবে বিবাহিত জীবনে অবিশ্বস্ততা, ভাঙ্গন ও শিথিলতা আসছে তা রীতিমত ভীতিকর। যেমন-সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্বশীলতার অভাব, সন্তানদের ত্যাজ্যকরণ ও জাগতিক ভোগবিলাসময় জীবন যাপন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা হ্রাস পাচ্ছে। অনেক ছেলে-মেয়েরা মাদকাসক্তিতে ভুগছে। অনেক পরিবার অপরিনামদর্শী হয়ে কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, এমনকি গর্ভপাতের মত অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করছে। অনেক পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা ও অযত্ন বাড়ছে। পরিবারে পারস্পরিক গ্রহণীয়তা ও ধৈর্যের অভাব দেখা যায়। মানুষের মনে হতাশা বিরাজ করছে। জীবনের আনন্দগুলো যেন বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের তরুণ সমাজের একাংশ বৈশ্বিক মূল্যবোধে প্রভাবিত হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ তাদের বাড়ছে ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, অস্থিরতা, অসংযম, অসহনশীলতা এবং সর্বোপরি খুব সহজে ও তাড়াহুড়ায় সবকিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা।

পরিবারে নৈতিকতার বিপর্যয় ও সংকট গভীরতর হচ্ছে? পার্থিব বিষয়ের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ ও ভোগবাদী মনোভাবের কারণে ছেলে-মেয়েরা নৈতিক শিক্ষাগুলিকে আর বেশি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে চায় না। আধুনিক ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেট এর অপব্যবহার ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি নুতন হুমকি। পরিবারের পিতা-মাতাদের পরিনামদর্শিতার অভাবে, সন্তানেরা কম্পিউটার, নেট-ব্রাউজিং, মোবাইল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে আড্ডা নিয়ে সময় কাটায়। এর মধ্যে পর্ণোগ্রাফিও বাদ যায় না। পিতা-মাতা যদি নিজেরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ ঢিলেঢালা কিংবা বেঠিক অবস্থানে থাকে, তাহলে কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সততা, নৈতিকতা ঠিক হবে?

পরিবারের যত্নে পবিত্র বাইবেলীয় তাগিদ

পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের কথাগুলো একে অন্যের প্রতি দরদী ও মনোযোগী হতে আমাদের কাছে আমন্ত্রণ জানায়। সন্তানের আধ্যাত্মিক ও বিশ্বাসের বীজ বপনকারী হচ্ছে পিতা-মাতা। সন্তানদের মাঝে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা পিতা-মাতার কর্তব্য। "তোমার সেই ঈশ্বর ভগবানকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। এই যে আদেশ আমি আজ তোমাকে দিলাম তা যেন তোমার অন্তরে গাঁথাই থাকে। তোমার সন্তান সন্ততিকেও তুমি এই আদেশ বার বার শোনাবে এবং ঘরে, বিশ্রামের সময়ে কিংবা বাইরে কোথাও যাবার সময়ে উঠতে বসতে সব সময়েই তুমি এই বিষয়ে আলোচনা করবে *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৬)*।" "তোমরা পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং প্রভুরই শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে তোল *(এফেসীয় ৬:৪)*।" "পিতা যারা, তোমরাও তোমাদের সন্তানদের উত্ত্যক্ত করো না, পাছে তাদের মন তাতে ভেঙ্গে যায় *(কলসিয় ৩:২১)*।" "বৃদ্ধরা তরুণী বধুদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসতে শেখায়; এ-ও যেন শেখায় কেমন করে আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা,সহৃদয়কতা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবর্তী ও স্বামীর প্রতি অনুগতা হয়ে থাকতে হয় *(তীত ২:৪-৫)*।" "আপন সন্তানদের তারা যেন সেইমত শিক্ষা দিয়ে যায় *(সাম ৭৮:৫)*।" "আমরা পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে- আমরা প্রভুরই সেবা করব *(যোশুয়া ২৪:১৫)*।" সাধু পলের কথা মনে রাখতে হবে: "স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন করে; তেমনি স্ত্রীও যেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে *(১ম করি ৭:৩)*।"

সাধু পলের কথা পিতা-মাতা ও ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের হৃদয় স্পর্শ করুক: "তোমার কথা বার্তায়, আচার-ব্যবহারে, প্রীতি ভালবাসায়, ...ধর্মবিশ্বাসে, শুচিতায় সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর সামনে একটি দৃষ্টান্তই হয়ে ওঠ। তুমি শাস্ত্রপাঠ, উপদেশদান ও ধর্মশিক্ষার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ *(১ তিমথী ৪:১২-১৩)*।" ধর্মশিক্ষা বিশ্বাস গঠনের ভিত্তি রচনা করে। "আপল্লোস মনের আগ্রহে বাণী প্রচার করতেন; যিশুর বিষয়ে যা কিছু বলার, তা নির্ভুলভাবেই সকলকে বুঝিয়ে দিতেন *(শিষ্যচরিত ১৯:২৫)*।" বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সকলের যত্ন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাবার অধিকার রাখে। 'আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, ওগো দূরে ঠেলে দিয়ো না আমায়, ক্রমে শক্তিহীন আমি আমায় একলা ছেড়ে যেও না *(সামসঙ্গিত ৭১:৯)*।" কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে কখনো কঠোরভাবে তিরস্কার করো না। তাদের সঙ্গে এমন ব্যহার কর যেন তারা তোমার নিজের পিতা এবং নিজের মা *(১ তিমথী ৫:১-২)*।"

পরিবারে সংকটের সমাধান খুঁজতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া

১। ধর্মপল্লীতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার জোয়ার আনা জরুরী। ভাল মন্দের দ্বন্দ্বে আজকাল যুবসমাজ প্রায়ই মন্দতাকেই বেছে নেয়। আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের স্বার্থে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধশালী হতে, ঐশবাণীর সাথে ঘনিষ্ট পরিচয়; তা নিশ্চিত করতে হলে মানসম্মত বাইবেল শিক্ষার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করতে হবে। শাস্ত্র বাণী থেকে প্রেরণা পাবে: "বিবাহ বন্ধন যেন সকলে সমমানের চোখে দেখে; কোন কলঙ্ক যেন বিবাহ শয্যা স্পর্শ না করে। কারণ পরমেশ্বর যত দুশ্চরিত্র আর ব্যাভিচারী মানুষের বিচার করবেনই করবেন (হিব্রু ১৩:৪)।" "কোন যুবকের জীবন কী করে রয়ে যাবে অম্লান? তোমার বাণীর পথে চললেই রয়ে যাবে অম্লান (সামসঙ্গীত ১১৯:৯)।"

২। খ্রিস্টীয় পরিবারকে প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে হবে। পুরোহিতগণ উৎসাহিত করবেন যেন পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের জন্য পবিত্র বাইবেল, গীতাবলী ও ভক্তিপুস্প বই ক্রয় করেন। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে পবিত্র বাইবেল সরবরাহ করে, রবিবার গির্জার পর স্টল দিয়ে বই ক্রয়ের উদ্যোগ করবেন।

৩। খ্রিস্টীয় শিক্ষা, গঠন ও আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্তিকা "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"। অন্ধকার জগতে বিচরণকারী যুবক-যুবতীদের

আলোর পথ দেখিয়ে এসেছে "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"। সমাজে ন্যায়-নীতিবান, বিবেক সম্পন্ন আলোকিত আদর্শ মানুষের বেশি প্রয়োজন। প্রতিবেশী'র নিয়মিত কলামগুলোর মধ্যে 'নিজ গুণে ক্ষমা করবেন', 'নীতিভাষণ' ও 'যুব তরঙ্গ' নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। যুবক-যুবতীদের চেতনা জাগিয়েছেও ধ্যানের খোরাক যুগিয়েছে। ছেলে-মেয়েরা যেন নৈতিক মূল্যবোধে ও সুসমাচারের সুমন্ত্রণায় জীবন যাপন করতে পারে তাই সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ার ও ক্রয় করতে উৎসাহিত করা খুবই জরুরী।

৪। ব্রতধারী ব্রতধারিণীগণ ন্যায্যতা প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করবেন। তারা যিশুর মত অন্যায় কাঠামোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে। পুরোহিতগণ বুঝাবেন ভক্তজনগণ যেন, পরিবারের নারীরা যেন গর্ভপাতের মত অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ না করেন।

৫। পরিবারের সংকট বিপর্যয় থেকে মুক্তি মিলবে, যদি পিতা-মাতাগণ খেয়াল রাখেন যেন আধুনিককালের অবক্ষয়সমূহ থেকে সন্তানেরা আত্মরক্ষা করতে শিখে। তাদের ছেলে-মেয়েরা যেন জীবনের মূল্য, জীবনের সৌন্দর্য, পবিত্রতা, আহরণ করেত শিখে। বিভ্রান্তি, ভ্রম-ভ্রষ্টতা, বিপথগামীতা থেকে তারা যেন দূরে থাকে। মিথ্যার পরিণাম ভয়াবহ, তাই "সদ্য সত্য কথা বলিবে"- এই নীতিবাক্য পিতা-মাতা ও সন্তানেরা যেন জীবনভর চর্চা করে।

৬। ধর্মপল্লী পালকীয় কর্মীদলের মাধ্যমে পরিবারিক কলহ-বিবাদ দূরীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেমিনারের আয়োজন করবেন। পরিবারে প্রেম ভালবাসা, বিশ্বস্ত, নম্রতা, দায়িত্বশীলতা, আনুগত্য, সহমর্মিতা, প্রশংসা, স্বীকৃতি, সন্তুষ্টি, সততা, দায়বদ্ধতা, রুচিশীলতা, মিলন ও আস্থাশীলতা ইত্যাদি পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭। শিশুদের সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। মা ও শিশুর সুরক্ষা উন্নয়নে প্যারিসের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুদের পৃথক সুরক্ষা দরকার। আপদকালিন তহবিল রাখতে হবে। শিশুবিষয়ক কর্মসূচীর সঠিক তদারকি ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন থাকা জরুরী।

৮। আত্মিক উদ্দীপনা সভায় যোগদান। আত্মিক সভায় ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয় এবং বাণী পরিচর্যাকারীগণ মঙ্গলসমাচার প্রচার করে, আত্মিক খাদ্য পরিবেশন করেন। "তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক, আর আমার বাণী তোমাদের মধ্যে থাকে, তোমরা যা ইচ্ছা যাচ্না করতে পার, তোমরা তা পাবেই *(যোহন ১৫:৭)*।"

৯। যে সমস্ত পরিবার বৈবাহিক কারণে খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারছেন না, সে সব পরিবারে পালকীয় দল ও পুরোহিতগণ পরিদর্শন করতে যাবেন।

১০। ধর্মপ্রদেশের ফ্যামিলি কমিশনের আয়োজনে পরিবার বিষয়ক সেমিনার প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা। ফ্যামিলি ম্যারেঞ্জ এনকাউন্টার প্রোগ্রাম চালু। সমস্যাগ্রস্ত পরিবার নিয়ে ২-৩ দিন বিশেষ প্রশিক্ষণ দান।

১১। প্রার্থনা কার্ড ছাপিয়ে প্রতিটি পরিবারে বিতরণ করা জরুরী। প্রার্থনার একটা নমুনা:

এসো প্রার্থনা করি

হে প্রেমময় পিতা, পরিবারে একসাথে জীবন যাপন এবং সকল কঠিন বাস্তবতা জয় করতে তোমার আলো, শক্তি ও সাহস আমাদের দান কর। প্রতিটি পরিবারকে সকল প্রকার বিপদ ও অনর্থ থেকে রক্ষা কর। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে একাত্মতা, সাহচর্য ও সহভাগিতার মনোভাব দান কর। আমাদের পারিবারিক জীবন সবল ও পবিত্র কর, যেন আমরা জগতে আদর্শ পরিবারের সাক্ষ্য বহন করতে পারি। নাজারেথের পুণ্য পরিবারের আদর্শে আমাদের পরিবারকে গড়ে তুলতে সাহায্য কর। আমাদের পরিবারে খ্রিস্টবিশ্বাস ও মূল্যবোধ আরও সুদৃঢ় ক'রে তোল। আমেন।

যিশু মারীয়া যোসেফ, আমাদের পরিবারকে আশীর্বাদ কর।

১২। পিতা-মাতাদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে সন্তানদের জন্য। চ্যারিটি বিগেন এট হোম। পরিবার থেকেই ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কাছ থেকে শিখবে অন্যের প্রতি কিভাবে দয়া মমতা প্রদর্শন করবে।

১৩। সত্যি কথা বলার অনুরোধে বলতে হয়, আজকাল বিবাহ বন্ধন টেকসই হচ্ছে না- কোন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যেন দেওয়া যাচ্ছে না। তাই পুরোহিতগণ প্রাক বৈবাহিক শিক্ষা ৩ দিন ধরে দিবেন। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস মোবাইল ম্যাসেঞ্জারের কারণে পরকিয়া প্রেম যেন ছোঁয়াচে রোগের মত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পিতা-মাতা খুবই সতর্ক থাকবেন।

আমাদের পারিবারিক জীবনে কী খ্রিস্টীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে পারছি? মাণ্ডলিক শিক্ষার আলোকে পরিবারের সদস্য সদস্যারা কী ঐশরাজ্যের পথে চলছে? প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার কী যিশু-মারীয়া-যোসেফের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত? পরিবারের সদস্য সদস্যাদের অন্তরজগতকে মঙ্গলসমাচারের আলোকে আলোকিত করাই একটা চ্যালেঞ্জ। আদর্শ পরিবার গড়ার অঙ্গিকার থাকতে হবে পিতা-মাতাদের। পরিবারে পরস্পরের প্রতি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সহযোগিতা ও সহভাগিতা প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে ভালবাসা ও জীবনের সংস্কৃতি; ধ্বংস বা মৃত্যুর সংস্কৃতি নয়। সাধু পোপ ২য় জন পল "পারিবারিক মিলন বন্ধন" পালকীয় পত্রে আজকের জগতে খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোর ভূমিকা উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, "হে পরিবার, তুমি যা, তাই হয়ে ওঠ।"

পিতা-মাতাগণ ও ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যেন হৃদয়ে পারিবারিক মূল্যবোধগুলো সৃষ্টি হয় ও চর্চা করা হয়। পুরোহিত ও পিতা-মাতাগণ রোগিদের সেবাযত্নের ক্ষেত্রে ৫টি অর্থ গ্রহণ করবেন।

T= time সময়
T= Talk কথা বলা/সংলাপ
T= touch স্পর্শ
T= tolerance সহিষ্ণুতা এবং
T= tenderness স্নেহময়তা, কোমলতা।

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট হতে দুপুর ২:৩০ মিনিট** পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬, কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্য-সদস্যাগণ সশরীরে সকাল ১১ টার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

বিজ্ঞ/১২/২২

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

বর্তমানে পৃথিবীতে ৮০০ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করে। মানুষের মৌলিক জীবনাচরণ মোটামুটিভাবে একরকম হলেও জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা অঞ্চলভেদে বহুবিধ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশের পরিচিতি এখন পর্যন্ত চীন, তবে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে চীনের চাইতে তিরিশ কোটি বেশি লোক বাস করবে ভারতে।

প্রশাসনিক দৃষ্টিতে এই সব তথ্য পরিসংখ্যানে বিস্ময়ের কিছু নেই; উদ্বেগের কারণও খুব একটা নেই। 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' সে ভয় অনেক আগেই খারিজ হয়ে গেছে তবে এটা সত্য যে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেখে তথা, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দারিদ্র, ক্ষুধা, অপুষ্টির প্রধান কারণ ভ্রান্ত প্রশাসনিক নীতি, জনস্বার্থ বিমুখ রাজনীতি। যে সব স্থানে সরকারি নীতি প্রকল্পে মানব-উন্নয়ণ ঘাটতি পড়েছে, সেখানেই দ্রুত কমেছে জন্মহার।

ভারতের কেরেলায় নব্বইয়ের দশকেই জন্মহার ছিল উন্নত দেশের সমান, সেই লক্ষ্যে এখন পৌঁছে গেছে ভারতের অনেক রাজ্য। ভারতের পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার (২০১৯-২০) ফল প্রকাশে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতের গড় সন্তান সংখ্যা দ্রুত কমে হয়েছে ২, সে রাজ্যগুলো এখনও সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নাই; সেগুলোর মধ্যে প্রধান উত্তর প্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খন্ড। দেখা যায় মানব উন্নয়ন; বিশেষত নারী উন্নয়নে সে সব রাজ্যগুলো পিছিয়ে আছে, যে সব রাজ্যে নারীশিক্ষা বাড়ানো হলেই শিশু মৃত্যু কমানো এবং এ দুটি জন্মহার কমানোর সব চাইতে কার্যকর পন্থা। ভারতের ও বাংলাদেশের রাজনীতি এ অকাট্য সত্যকে স্বীকার করতে চায় না।

এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনকল্যাণ জনস্বাস্থ্যের নীতিতে ধর্ম, শ্রেণি, বর্ণের কোন স্থান নাই। অনেক ধর্মের বিধানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ মহাপাপ। অনেক ধর্ম জন্ম শাসন স্বীকৃতি দিতে নারাজ। বাস্তবে কে কত সন্তান চাইবেন সেটা তার নিজস্ব, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সরকারের কাজ তাকে সম্মান করা। দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে, জনগণের জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর চাহিদা ও ভরসা অনেক। সুষ্ঠুভাবে সেটার যোগান দেয়াই সরকারের দায়িত্ব।

জনসংখ্যাকে বোঝা হিসাবে গণ্য করার চক্র বন্ধ হয়েছে অনেক আগেই। এই ডিজিটাল যুগে শ্রমিক, শিক্ষার্থীকে কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে মানব সম্পদে পরিণত করা সরকারের প্রধান কাজ। তখন তারা হয়ে উঠবে দেশের অতুলনীয় সম্পদ; সুস্থ, শিক্ষিত, কর্মদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা সারা বিশ্বজুড়ে। বিশ্বে ডিজিটালের মাধ্যমে সভতার চাকা দ্রুতবেগে সামনের দিকে ধাবমান।

একটি বড় সংখ্যাকে বিশ্ব অবহেলা করছে তা হল নারীদের ঠিকমত সুশিক্ষিত ও দক্ষ করা হচ্ছে না। অর্থনীতির যোগান দিতে নারী পুরুষ সমানভাবে দক্ষতায় এগিয়ে যাবে নারীদের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত করতে হবে, তখন সকল মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে দেশ ও জাতি উন্নত জীবনে অগ্রসর হবে। উন্নত দেশগুলোতে এ ব্যবস্থা দেখা যায়। আমরা অনেকটা মধ্যযুগের অন্ধকার যুগে থেকে গেছি, সেখান থেকে বের হতে পারছি না। রাজনীতির নীতিমালাকে উন্নত করতে হবে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, প্রযুক্তির মাধ্যমে সভ্যতার চাকাকে সামনের দিকে ধাবিত করতে হবে। অল্প কয়েকজন পুরুষ দেশে সম্পদশালী হয়ে বিদেশে টাকা পাঠাবে সে পদ্ধতি দেশের জন্য সুখকর নয়। দেশে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি মানবতার জন্য সুখকর নয়। অনুন্নত দেশগুলোতে বিশ্বমানবতার সংগ্রামই যথার্থ সংগ্রাম॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নং ঃ সিসিসিইউএল/সেক্রেটারি/২০২২/০১/৭৮৫ তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ০৪ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০ঃ০০ টায়** বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অত্র সমিতির **৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮ঃ০০ টা হতে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউলি:, ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লি:, ঢাকা

অনুলিপি ঃ
০১। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
০৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সমিতির নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/৩১০/২২

বন্ধুত্বে নীরবতার কুফল

আকাশ টমাস রোজারিও

প্রকাশ এবং ক্রীম দু'জনে খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজন আরেকজনের উপকারে সদা বলীয়ান এবং বিশ্বস্ত। তারা বাল্যকালীন সময় থেকে বন্ধু নয়। কলেজে পড়ার খাতিরে দু'জনে একই হোস্টেলে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পড়াশুনা, বুদ্ধি-পরামর্শে ক্রীম সর্বদা প্রকাশকে সাহায্য করে এবং আরো ভালো করার অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে করে প্রকাশ ক্রীমের মতো মেধাবী ছাত্র হতে পারে। দু'জনের এত সুন্দর বন্ধুত্ব দেখে হোস্টেলের অন্যান্য ছেলেরা হিংসে করত। সময়ের পরিক্রমায় তারা সবার কাছে বন্ধুত্বের আদর্শ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়, সবই ভালো চলছিল। কয়েকদিন ধরে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ক্রীম লক্ষ্য করে যে, প্রকাশ এখন আগের মতো কলেজ ছুটির পর দাঁড়ায় না। কোথায় যেন যায়, হোস্টেলেও দেরি করে আসে। একদিন কলেজ শেষে ক্রীম প্রকাশের পিছু নেয় গোপনে। ক্রীম দেখে যে প্রকাশ একটি পার্কে ঢুকছে এবং সেখানে বসে থাকা একটি মেয়ের সাথে গিয়ে বসেছে। ক্রীম সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে কেন প্রকাশ তাকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সেই মেয়েটি দেখতে খুবই বিলাসপ্রিয় ছিল যা ক্রীমকে ভাবায় যে, প্রকাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ পার হয়। তারপর ক্রীম ইচ্ছে করেই প্রকাশের সাথে আলাপ করে। পর পর তিনদিন আলাপের পরেও প্রকাশ ক্রীমের কোন কথা শোনেনি। কেননা সে মেয়েটির প্রেমে অন্ধ ছিল। তাদের মধ্যে নীরবতা আসে কিন্তু তারা কথা না বললেও একে অপরকে কিছুটা সাহায্য করে। ছয়মাস পর দেখা যায় প্রকাশ কয়েকদিন ধরে কলেজে যাচ্ছে না। রুম থেকে বের হয় না। ক্রীম যখন প্রকাশের রুমে যায়, দেখতে পায় প্রকাশ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে থাকা মোবাইলের মেসেজ চেক করে বুঝতে পারে মেয়েটির সাথে ব্রেকআপ হয়ে গেছে। যার সাথে সাথে ক্রীমের বন্ধুত্ব ও প্রকাশের জীবনেরও ব্রেকআপ হয়ে গেল।

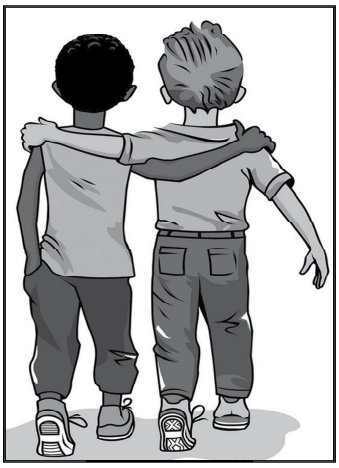

বন্ধুগণ জীবনে চলার পথে অসংখ্য বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু কোনভাবেই ক্রীমের মতো ত্যাগ, স্বার্থহীন বন্ধুদের পরামর্শের অবমূল্যায়ন এবং পাশ কাটিয়ে চলা উচিত নয়। ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর, সাহায্যমণ্ডিত করার জন্য অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের সুষ্ঠু-সুন্দর মূল্যায়ন করতে হবে এবং কোন সময় দ্বন্দ্ব-বিবাদ, ঝগড়া থাকলে খুব দ্রুত তা সমাধান করতে হবে॥

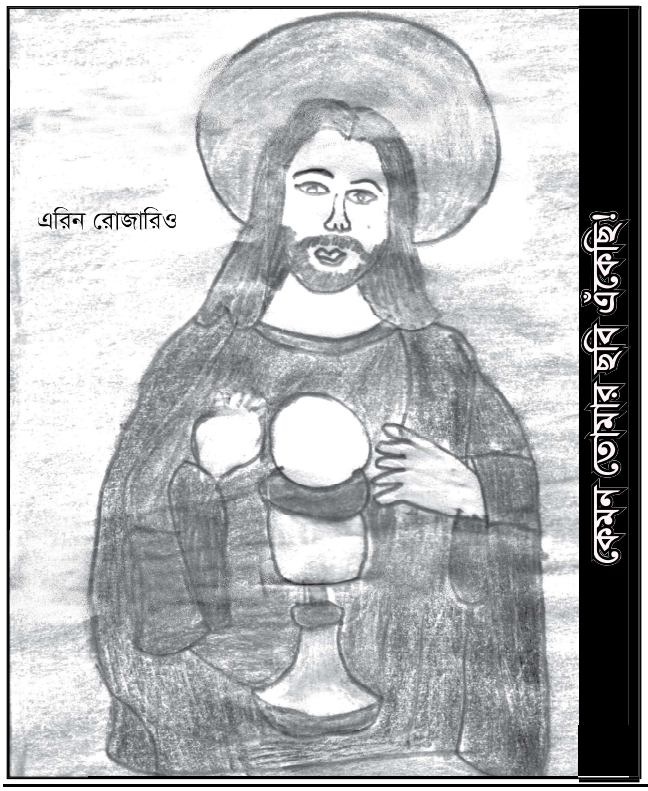

সম্প্রীতিতে মিলন ও শান্তি

বিভুদান বৈরাগী

এই দুনিয়ার সব মানুষের রক্ত লাল
সাদা-কালো সেতো দেশের বেড়াজাল
ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভৌগলিক কারণ
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ধর্মের বারণ।
শ্রেণি, বর্ণ, ধনী-গরীব মানুষের সৃষ্টি
সব মানুষের প্রতি বিধাতার সমান দৃষ্টি।
সূর্য যেমন সবাইকে দেয় সমান আলো,
বৃষ্টি সিক্ত করে দেখে না সাদা কালো।
উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যত মানুষ আছে,
প্রেম-প্রীতিতে হৃদয় ভরা হিসাব কর পিছে।
ঝগড়া-ঝাটি, হিংসা-দ্বেষ যদি হয় মানুষের স্বভাব,
লজ্জা কি পাবে না, পশুতে-মানুষ আছে কি তফাৎ?
হে হিন্দু, কে বৌদ্ধ, কে মুসলিম, কে খ্রিষ্টান,
সবার মাঝে বিরাজ করে ঈশ্বর, আল্লা, ভগবান।
কে চন্ডাল, কে বাদশা, কে মুচি, কে পাঠান,
জন্মসূত্রে কোন মানুষ অন্যের চেয়ে হয় না মহান।
আমরা নই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন,খ্রিস্টান, মুসলমান
একই মাটিতে জন্ম, আমরা সবাই মানব সন্তান।
ছোট জাত বলে যারে দাও গালি, মাথায় তুলেছ লাঠি,
সুযোগে ওরাই হতে পারে মহান, লড়াবে নেতৃত্বের কাঠি।
অতীতের গ্লানি ভুলে যারা করে কোলাকুলি,
শ্রেষ্ঠ তারা, বিনম্রে ললাটে লাগায় চরণ ধূলি।
সাম্য,মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধ পরস্পরে,
শান্তি ও সম্প্রীতির অমিয় ধারা বইবে চরাচরে।
মানুষকে বাসিব ভাল, দেখিব না সাদা-কালো,
ভালোবাসা ও দয়ার কাজ দিয়ে হৃদয় করিব আলো।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

এশিয়ান বিশপদের সাধারণ কনফারেন্স: উন্নত এশিয়ার জন্য কাজ করা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

থাইল্যাণ্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান বিশপস্ কনফারেন্সের (এফএবিসি) সাধারণ সভার প্রথম সপ্তাহটি শেষ হয়, অংশগ্রহণকারীরা কিভাবে সমসাময়িক বিশ্বে আশা আনতে পারে এ চ্যালেঞ্জ প্রদানের মধ্যদিয়ে।

১২ অক্টোবর ব্যাংককের বান ফু ওয়ান পালকীয় কেন্দ্রে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয় এফএবিসি'র সাধারণ সম্মেলন, যা চলমান থাকবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এফএবিসি'র ৫০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে এশিয়ার ২৯টি দেশ থেকে দু'শয়ের বেশি প্রতিনিধিবর্গ এখানে অংশ নিচ্ছেন 'এশিয়ার মানুষ হিসেবে একত্রে পথ চলা' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে।

এই শতাব্দীটি এশিয়াতে মঙ্গলবার্তা প্রচারের জন্য: এফএবিসিসি'র প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল চার্লস বো সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, এই সম্মেলন এশীয় মণ্ডলীর জন্য একটি নতুন পঞ্চাশত্তমীর মুহূর্ত এবং গৌরবময় অধ্যায়। তিনি তার সহকর্মী এশিয়ার খ্রিস্ট শিষ্যদের আহ্বান করেন, এশিয়ার মহাপুরুষ প্রেরিতশিষ্য সাধু টমাস, সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারসহ অগণিত নর-নারী যারা মঙ্গলবাণী ঘোষণার সেবাকাজে সার্বিকভাবে অংশ নিয়েছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে চলতে। এই শতাব্দীতে এশীয় মণ্ডলীর কাজ হবে, সমগ্র এশিয়াতে যিশুর মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করা।

একইদিনে ইণ্ডিয়ার কার্ডিনাল ওসওয়াল্ড গ্রাসিয়াস এই সম্মেলনকে 'এফএবিসি'র গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, আমরা সিনোডালিটির মনোভাব নিয়ে একসাথে মিলিত হয়েছি। এই চেতনা তারা লাভ করেছেন লাতিন আমেরিকার চেলাম (CELAM) থেকে। কার্ডিনাল আরো জানান, তিনি তার চিন্তা ও পরিকল্পনার কথা পোপ মহোদয়ের সাথে সহভাগিতা করলে পোপ মহোদয় আন্তরিকভাবে সম্পূর্ণ সহায়তা ও উৎসাহ

দান করেন। সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির সমন্বয় ঘটিয়ে এশিয়ার মণ্ডলী উন্নত এশিয়া গড়ার জন্য নতুন পথসমূহ অন্বেষণ করেছে।

প্রতিদিনই সপ্তাহ শুরু হয়েছে আয়োজক দেশের দূরবর্তী কোন স্থানের বিভিন্ন প্রার্থনা দলের প্রার্থনা পরিচালনার মধ্যদিয়ে। ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনের ডটার্স অফ সেন্ট পলের সদস্যরা এই দলগুলোর মধ্যে ছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এফএবিসি'র রিপোর্টগুলো তৈরি করে সমাবেশে উপস্থাপন করেন যাতে করে 'উদ্ভূত পরিস্থিতি', জানতে এবং সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারা যায়।

গত শুক্রবারে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের সেক্রেটারি জেনারেল, আলোয়সিউস জন তার প্রতিনিধিদের নিয়ে এশিয়াতে কারিতাসের উপর একটি সাধারণ ধারণা দেন। সেখানে তুলে ধরা হয়, কারিতাস কি ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং চার্চ কতটা নেটওয়ার্কের ভূমিকা পালন করতে পারে। ইউরোপের প্রতিনিধি, আর্চবিশপ গ্রুসাস ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া কাজগুলো ব্যক্ত করে ইউরোপের চার্চের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। আমেরিকান বিশপ কনফারেন্সের একজন প্রতিনিধিও এফএবিসি'তে তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এফএবিসি'র সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরা কাথলিক সেফগার্ডিং ইন্সিটিউট এর প্রেসিডেন্ট ড. গাব্রিয়েল দায়-লিয়াক্কো এবং সেফগার্ডি আধ্যাত্মিকতার বিশেষজ্ঞ মন্সিনিয়র র‍্যামোন মাসকুলিনো জুনিয়রের বক্তব্যও শোনেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va

শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং. নিবন্ধন নং - ১৪/১৯৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/২০০৮, ২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/২০১৫,
গ্রাম: শুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিমতলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল নম্বর- ০১৭১৫০৩৮৫৪৭, ০১৩০৪৯৬৬৪৪৭, ই-মেইল : solepurcccul@yahoo.com

তারিখ :০৯-১০-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮-১১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার শুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০ টার সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে ।

অতএব, সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপরোক্ত নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

সজল জন পিরীজ
চেয়ারম্যান
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ।

বাপ্পী কস্তা
সেক্রেটারি
শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ১৮-১১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সকাল ৮:৩০ টা থেকে ৯:৪৫ টার মধ্যে সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করে খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১:০০ টা হতে ২:৩০ মিনিট পর্যন্ত ।

বিজ্ঞ/৩১৯/২২

ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

কর্মশালায় উপস্থিত আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ

কমিশন ডেস্ক ▯ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে 'বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র ন্যায় ও শান্তি কমিশন এর উদ্যোগে **'ঈশ্বরের সন্তানদের সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা'** সিবিসিবি সেন্টারে আয়োজন করা হয়। যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল *"Our Common Mission of Safeguarding God's Children।"* কর্মশালায় আর্চবিশপ মহোদয়গণ, বিশপ, যাজক, ধর্মসংঘের প্রধান এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন কাজে জড়িত ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণসহ মোট ৬৫জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল- শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক মাণ্ডলিক ভাবনা ও মাণ্ডলিক আইন সংহিতা, দলিল ও নির্দেশনা অনুধাবন, শিশু অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক তদন্ত, নোটিশ, রাষ্ট্রীয় আইনগত পদক্ষেপে সাড়াদান, সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে ভবিষৎ কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাদানকারীগণ যেন শিশুদের জন্য 'নিরাপদ অভিভাবক' ও 'নিরাপদ আশ্রয়দাতা' হয়ে উঠতে পারে এসব বিষয়ে একত্রে চিন্তাভাবনা করা। শুরুতেই 'ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন' এর সেক্রেটারি ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি প্রার্থনা পরিচালনা করেন এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ে মাণ্ডলিক উদ্যোগ ও অগ্রগতি অবহিত করেন। অতঃপর কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও স্বাগত বক্তব্যে কর্মশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মাণ্ডলিক ভাবনা আলোকপাত করেন। কর্মশালায় ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা 'শিশু সুরক্ষায় মণ্ডলীর বিধিবদ্ধ আইন, দলিল ও নির্দেশনা', ব্রাদার নির্মল গমেজ সিএসসি 'শিশু নির্যাতন ও অপরাধ তদন্তকালীন রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে সাড়াদান', আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি 'মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা এবং বিশ্বাসের আলোকে শিশু সুরক্ষা' এবং আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই *"Our Common Mission of Safeguarding God's Children"* বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন ডায়োসিস, ধর্মসংঘ ও প্রতিষ্ঠানে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকলে একমত যে, আমরা চাই সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ হোক ও দোষী ব্যক্তিদের বিচার হোক। সুতরাং কর্মশালায় গৃহিত পদক্ষেপসমূহ হল- শিশু সুরক্ষা পুর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা, নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন, সংগঠিত শিশু অপরাধ তদন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ডায়োসিস ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অভিভাবকদের মাঝে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা প্রদান করা। অংশগ্রহণকারীদের উন্মুক্ত মতামতের ভিত্তিতে একটি "সুরক্ষা অঙ্গীকারনামা" প্রস্তুত ও গ্রহণ করা হয় যা মাণ্ডলিক শিশু অধিকার সুরক্ষা পদক্ষেপসমূহ গতিশীল করবে॥

বিসিএসএম এর ২৫ তম জাতীয় সম্মেলন

ভিক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস ▯ "শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যুবাদের একসাথে পথচলা" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট এর ২৫তম জাতীয় সম্মেলন কারিতাস বরিশাল ও ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, বরিশাল ধর্মপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ৫ থেকে ৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ৬ টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ৮২ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আয়োজন করা হয়। যুব র‍্যালী এর মাধ্যমে সম্মেলনটি শুরু হয়। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি; সম্মানিত অতিথি ছিলেন ফ্রান্সিস বেপারি, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস অঞ্চল বরিশাল; এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উইলিয়াম ব্রায়েন ডি' রোজারিও, ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ, ফাদার লরেন্স লেকায়ভালি গমেজ, ফাদার খোকন নকরেক, সিস্টার এডিলিন কুজুর, ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি, চ্যাপলেইন, বিসিএসএম এবং স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ, সভাপতি বিসিএসএম। অতিথিবর্গের বক্তব্যের পরে ২৫তম জাতীয় সম্মেলন এর লোগো এবং বিসিএসএম এর প্রকাশনা বিসিএসএম বার্তা উন্মোচন করা হয়। যুবারা মণ্ডলীর প্রাণ, শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুবাদের এগিয়ে আসতে হবে এই বক্তব্যের মাধ্যমেই সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন আর্চবিশপ।

বিসিএসএম এর সম্মেলনে সকল অংশগ্রহণকারীগণ

এরপরে মূলভাবের উপরে সহভাগিতা করেন ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ। "মানবপাচার রোধ" নিয়ে আলোচনা করেন সিস্টার এডিলিন কুজুর, ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি "আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপে যুবাদের সম্পৃক্ততা এবং মানবাধিকার" নিয়ে সহভাগিতা করেন। "লাউদাতো সি' এবং যুবাদের কার্যক্রম" নিয়ে আলোচনা করেন প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন। বিসিএসএম এর সভাপতি "টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যুবাদের ভূমিকা এবং কর্ম পরিকল্পনা" বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি "সিনডীয় মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্বে যুবাদের ভূমিকা" নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দলগত আলোচনা সহভাগিতা, স্টাডি সেশন, বার্ষিক সাধারণ সভা, ধর্মপ্রদেশীয় প্রতিবেদন পাঠ ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ মহোদয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি; খোকন চন্দ্র দে, ফাদার লাজারুস কানু গমেজ, ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, ফাদার এলিয়াস পালমা; সিস্টার এডলিন কুজুর, স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনটি সমাপ্ত হয়॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস পালন

ব্যানার হাতে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন সিএসসি ▯ "শিক্ষার রূপান্তরে শিক্ষক অগ্রপথিক" এই পতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ১২ অক্টোবর রোজ বুধবার মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে দিনটি অতিবাহিত করে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৩৭ বছর শিক্ষকতার কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষিকা মিসেস এলিজা হাঁসদা, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ইনচার্জ ফাদার উত্তম রোজারিও, হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ রাজশাহী-এর অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যানার নিয়ে র‍্যালী করা হয় এবং পরে সকল অতিথি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণদের নৃত্য, ফুল ও ব্যাচ পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে রাখেন মনিকা ঘরামী বলেন যে, শিক্ষকরা হলেন সমাজের বিবেক স্বরূপ। তিনি বিদায়ী শিক্ষিকা এলিজা হাঁসদা দিদির সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের শিক্ষকতা জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে সবিতা মারান্ডী, ফাদার উত্তম রোজারিও, ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু ও বিদায়ী শিক্ষিকা এলিজা হাঁসদা তাদের বক্তব্য রাখেন। পরে বিদায়ী শিক্ষিকার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ, সম্মাননা স্মারকসহ উপহার প্রদান ও সকল শিক্ষকদের বিশেষ উপহার প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়॥

কারিতাস বাংলাদেশের টাইম ক্যাপসুল উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

টাইম ক্যাপসুল উন্মুক্ত করণের একাংশ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ কারিতাস বাংলাদেশের ২৫ বছরের টাইম ক্যাপসুল উন্মুক্তকরণ হয় মালিবাগস্থ কারিতাসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু, হলিক্রস কলেজের ডিরেক্টর অব স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স ও কারিতাস বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদের সেক্রেটারি সিস্টার পলিন গমেজ সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ও কারিতাস বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া।

বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী বলেন, এই জুবিলি বর্ষে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের কারিতাসের অতীত কী ছিল, কেমন ছিল এবং কীভাবে কারিতাস এই পর্যায়ে এসেছে, এবং ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে পর্যালোচনা করা। কারিতাস বাংলাদেশের কর্মীগণ যারা সেবা ও সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমরা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল চিন্তা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা চাই কারিতাস যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।'

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (কর্মসূচি) সুক্লেশ জর্জ কস্তা, যোয়াকিম গমেজ, থিওফিল নকরেক, জেমস্ গোমেজ, শিশির আঞ্জেলো রোজারিও, জ্যোতি গমেজ, কেন্দ্রীয় ও সিডিআই'র সকল কর্মীগণসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিবা মেরী ডি'রোজারিও॥

ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীর পর্ব পালন ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী খ্রিস্টভক্তগণ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণকারীগণ

যোসেফ রুবেন দেউরী : বিগত ৩ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, বরিশাল ডায়োসিসের স্বর্গেন্নীতা ধন্যা কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লী, ঘোড়ারপাড়ে: বরিশালের নতুন ধর্মপালের বরণ ও সংবর্ধণা ধর্মপল্লীর পর্ব ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়।

উক্ত দিনে সকাল ৭ টায় বরিশাল ডায়োসিসের নবনিযুক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও প্রথমবার ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে আসেন। সাথে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ ও এলএইচসি সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষা সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি আসেন। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ বিশপ মহোদয়কে ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানান। কাটেখিস্ট সুবাস বাড়ৈর নেতৃত্বে বিশপ মহোদয়কে নিয়ে কীর্তন গানের মধ্যদিয়ে গির্জা প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়। নতুন অতিথিকে পা ধোয়ানো ও হাতে রাখি বন্ধনের মধ্যদিয়ে বরণ করা হয়।

এছাড়া মহা খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা স্বর্গেন্নীতা ধন্যা কুমারী মারীয়ার পর্ব পালন ও একই সাথে ১২০ জন প্রার্থীদের পবিত্র হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় মা মারীয়ার গুণাবলী উল্লেখ করেন, তার বিশ্বাস, নম্রতা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্যশীলতা, সাহসিকতা সবার কাছে তুলে ধরেন। পরিশেষে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে তাদেরকে ক্রুশ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সকলের উপস্থিতিতে ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিশপ মহোদয়কে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানান হয় ও উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ সকল সহযোগীদের ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রায় ৩৬০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন৷

ফ্রান্সিসকান সমাজে "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২২ খ্রিস্টাব্দ "শান্তি ও কল্যাণ"

'আমায় তোমার শান্তির দূত কর, প্রভু হে, প্রভু হে - প্রকৃতি ও মানব প্রেমিক আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের এ প্রার্থনার সুরে কণ্ঠ মিলাতে ও সেই মত প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে যারা আগ্রহী, বিশেষ ভাবে প্রিয় ছাত্রবন্ধু তোমরা যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছ এবং টিওআর ফ্রান্সিসকান যাজক/ব্রতধারী ব্রাদার হয়ে মণ্ডলীর সেবা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এ নিমন্ত্রণ।

অংশগ্রহণকারী : এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী।
রেজিষ্ট্রেশন ফি : ১০০ টাকা মাত্র।
আগমন : ১৪ নভেম্বর, রোজ: সোমবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
প্রস্থান : ১৮ নভেম্বর, রোজ: শুক্রবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ।
স্থান : আসিসি ভবন, উত্তর গোবিন্দপুর, হাবিপ্রবি, সদর, দিনাজপুর-৫২০০।

উক্ত প্রোগ্রামে যোগদান করতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হল।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

ফাদার ভিনসেন্ট হাঁসদা টিওআর
লোহানীপাড়া ক্যাথলিক প্যারিস
লোহানীপাড়া, রংপুর
মোবাইল: ০১৭৩৩৫২৬৬২১

ফাদার আগষ্টিন কুজুর টিওআর
সাধু আন্তনী আশ্রম
বড়বাড়ী-দস্তমপুর, ঠাকুরগাঁও
মোবাইল : ০১৭১০৯৪৪২৩৫।

ফাদার সুজন রোজারিও টিওআর
আসিসি ভবন, পো:অ: হাবিপ্রবি
উত্তরগোবিন্দপুর, দিনাজপুর -৫২০০
মোবাইল : ০১৭২৬৫৮৭৮৩০

বিজ্ঞ/৩১১/২২

আরএনডিএম সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

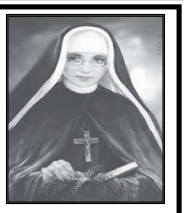

"তোমরা *জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর* **মঙ্গলসমাচার"** । *(মার্ক - ১৬: ১৫)*

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো। ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার ঐশ আহ্বানে সাড়া দানে তোমাদের সহযোগিতা করতে আমরা আওয়ার লেডি অফ দ্য মিশনস্ (আরএনডিএম) সিস্টারগণ আগামী ১২ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরএনডিএম ফরমেশন হাউজ মোহম্মদপুরে "এসো দেখে যাও" কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এই কর্মসূচিতে যোগদান করে ঐশ আহ্বান আরো স্পষ্ট করে বুঝতে ও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী বোনেরা বিশেষ করে যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ বা তদুর্ধে পড়াশুনা করছ সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

আগমন : ১২ নভেম্বর ২০২২, (ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত)
প্রস্থান : ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
রেজিষ্ট্রেশন ফি : আলোচনা সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা আরএনডিএম
মোবাইল : ০১৭২২৭৫১২৬৫
প্রযত্নে: আরএনডিএম ফরমেশন হাউজ
গ্রীনহেরাল্ড ইন্টারন্যশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুবর্না লুসিয়া ক্রুশ আরএনডিএম
মোবাইল : ০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কালাসটিকাস্ কনভেন্ট, ৪১, ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/৩১৫/২২

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2022-2023/360 Date: 13th October, 2022

Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 24th batch of IELTS Course. The course details are as follows:

Focus area of the course : Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date : 05 November, 2022
Duration of the course : 2 months
Course fee : Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule : Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 6:00 pm - 8:00 pm
Collection of form : Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit and Submission http://www.cccul.com/

Last day of admission : **31 October, 2022**
Admission eligibility : Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ Students must be attending 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Pankaj Gilbert Costa
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2022-2023/361 Date: 13th October, 2022

Advertisement for the Spoken English & Life Style Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 39th batch of Spoken English & Life Style Course. The course details are as follows:

Focus area of the course : Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date : 05 November, 2022
Duration of the course : 2 months
Course fee : Tk. 3500 /- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule : Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form : Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit and Submission http://www.cccul.com/
Last day of admission : 31 October, 2022
Admission eligibility : Any students/youth can get admission (All Community).

- ❖ Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- ❖ Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- ❖ The Minimum education qualification is S.S.C.
- ❖ The course is taken by highly experienced teacher.
- ❖ A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- ❖ Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day in office hours.

Pankaj Gilbert Costa
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Ignatious Hemanta Corraya
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/৩১৮/২২

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৩৬৮ তারিখ : ১৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	অফিসার (আইন)	০১	অনুর্দ্ধ ৩৫	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এল.এল.বি. সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। - সমমর্যাদার পদে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বার্থ রক্ষা, মামলা পরিচালনা করা, মর্টগেজকৃত জমির কাগজপত্র যাচাই, রেজিষ্ট্রি, পাওয়ার অফ এটর্নী দলিল সম্পাদন, জমি রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পাদন, চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ, লিগ্যাল নোটিশ ড্রাফট করা, চেকের মামলা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। - প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে গিয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। - সমবায় ও ব্যাংকিং আইন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - কম্পিউটার চালনায় (এম.এস.অফিস) পারদর্শী হতে হবে।

শর্তাবলী:

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।

০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

০৭। আবেদন পত্র আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিকেল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/৩১৬/২২

Career Opportunity

The Divine Mercy Hospital, aconcern of The Christian Co-operative Credit Union Ltd. seeks application from qualified, self-driven, energetic and experienced Doctors for the following departments:

Gastroenterologist :

Qualification and Experience: MBBS, followed by a Doctor of Medicine (M.D.) or a Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.) degree, with 5-8 years relevant experience. Expertise in performing endoscopic and colonoscopy procedures, proficiency with X-Rays, and ultrasound scanning.

Nephrologist:

Qualification and Experience: MBBS degree followed by 2-3 years M.D. (Medicine) course. D.M. (Nephrology) is added qualification.

Cardiologist:

Qualification and Experience: MBBS with Diploma in Cardio Vascular Technology, Doctor of Medicine in Cardiology.

Obstetric&Gynecologist:

Qualification and Experience: MBBS with Diploma in Obstetrics and Gynecology, preferably 3 to 7 years in internship and residency programs.

Radiologist:

Qualification and Experience: MBBS Graduates with one year internship, followed by four years of residency training in Diagnostic Radiology.

ENT (Otolaryngologist):

Qualification and Experience: MBBS Graduate, MS/Post graduate study in ENT. Specialized in treatment and management of diseases and disorders of the ear, nose, throat, and related bodily structures.

Neurologist:

Qualification and Experience: MBBS Graduate, Completion of one-year internship in internal medicine followed by a three-year residency program in neurology / MD.

Orthopedic:

Qualification and Experience: MBBS Graduate, with Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.) degree / MS degree. Must have at least 5 years work experience in orthopedic residency in a recognized health facility/hospital.

Oncologist:

Qualification and Experience: MBBS Graduate, with training or internship in the field of Oncology. Must have 3-5 years work experience in oncology dept. in a hospital.

Sonologist:

Qualification and Experience: MBBS Graduate, and bachelor's degree in sonography. 3-5 years' work experience as Sonographer in a hospital.

Dermatologist:

Qualification and Experience: MBBS Graduate, with general medical training, internship and dermatology specialization training. 3-5 years' experience as a dermatologist, In-depth knowledge of various dermatological methods.

Additional Job Requirements for all Doctors: Should have medical knowledge and excellent counseling skills. Doctors are expected to be compassionate, have attentive listening skills, and the ability to communicate effectively with a genuine concern for patients and a passion to be of service and heal people. Must be someone who is understanding, caring, and patience at all time.

Salary and Other Benefits: As per policy (negotiable with experienced candidates)

Job Location: Mothbari, PO: Ulukhola, Union: Nagori Dist.: Gazipur

Apply Instruction:

1. Candidates who fulfill the above requirements are requested to send their application along with your latest CV, recent passport size photograph, contact detail of two referees, all academic certificates, copy of NID.
2. Complete Application along with above all mentioned documents send to: **HR Manager, Divine Mercy Hospital, 9 Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka.** Name of the position should be mentioned on top of envelop. Or **E:mail** to hrd@divinemercyhospital.com. The deadline for submission of the application is **31st October 2022.**
3. Only short-listed candidates will be called for interview. No TA/DA will be given for the interview.

বিজ্ঞ/৩১৭/২২

দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় হিরা ম্যানুয়্যাল ডি'কস্তা

জন্ম : ০৪ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ অক্টোবর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

"ধরণীর মাঝে নেই তুমি আজ,
আছ হৃদয় মাঝে;
এ হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায়–
সাধ্য কার আছে?"

বাবা, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের ১৩ বছর। কে বলে তুমি নেই? আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। জানি তুমি আমাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত নেই। আর যখনই একথা মনে হয় তখন তোমার এই অনুপস্থিতি আমাদের মনকে অনেক কষ্ট দেয়। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করেছ। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং খ্রিস্টে বিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা তোমার সততা, ধার্মিকতা ও সরলতার সাথে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব। তুমি আজও বেঁচে আছ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাসে অন্তরের মণিকোঠায়। যেখানেই থাক সর্বদা রয়েছ তুমি আমাদের প্রার্থনায়। আমরা বিশ্বাস করি পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন।

তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাসের জন্য মা'ও গত ১০ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ তোমাদের দু'জনকে সব সময় স্মরণ করি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে

ছেলে ও ছেলের বউ: চন্দন-স্বপ্না।

মেয়ে ও মেয়ের জামাই: চন্দ্রা- প্রয়াত অরুন, চন্দনা-ডমিনিক রঞ্জন, চিত্রা-শিবলী, চম্পা-বরুন, চামেলী-ক্যানেট

নাতি-নাতনী ও নাতনী জামাই: এ্যানি-সংগীত, এ্যানেট-সুমি, এ্যামি-জিকু, হিমালয়-অনন্যা, হেনরী, মোহনা, অদ্রি, অংকিতা, দিবা- ট্রাইভার, দৃশ্য, নভেরা, নক্ষত্র ও বৃত্য

পুতি-পুতিন: জেইন, যোহান, অভ্রনীল, অর্নিলা, ইথান, ইসহাক, পূর্ণা ও হিমাদ্রী।

বিজ্ঞ/৩০৯/২২

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত এন্ড্রো গমেজ
জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আগষ্টিন গমেজ
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জ্যোতির্ময় গমেজ
জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

'ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ করে দে সবার।।'

দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। তোমাদের অনুপস্থিতি এখনও আমাদের খুব কষ্ট দেয়। দাদু, তোমাদের না থাকার অভাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমরা আমাদের মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। জানি স্বর্গে তোমরা খুব সুখে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরাও ভাল থাকতে পারি। তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনায়।

গুনগুন, ম্যাক, গুঞ্জন, পর্ণা, ইথান ও লিওনা
এবং পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৩১৩/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-39
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৩৯
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 October, 2022, ৭ - ১৩ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২২" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:
১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows ৭-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্র বিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org